জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা)

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

জিহাদ দমানোর জন্য যেসকল ষড়যন্ত্র হয়েছে, তার মধ্যে বড় একটি ষড়যন্ত্র: ইলমকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানো। যার ফলে আমাদের সমাজের উলামা-তুলাবাদের মাঝে ব্যাপকভাবে এই ভ্রান্ত ধারণা গেড়ে বসেছে যে, ইলম আর জিহাদ একত্র হতে পারে না। যারা ইলম নিয়ে থাকবে, তারা জিহাদ করবে না। জিহাদ করে ইলম শিখা যায় না। পাশাপাশি এ ধারণাও আছে যে, ইলম হল সর্বশ্রেষ্ঠ। যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত তারা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজে লিপ্ত। ইলম ছেড়ে জিহাদে যাওয়ার অর্থ আফজাল ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছেড়ে নিম্নমানের কাজে লিপ্ত হওয়া।

এই ভ্রান্ত আকীদার পক্ষে কুরআন সুন্নাহর কোনো দলীল তো অবশ্যই তারা দিতে সক্ষম নয়, তবে যে কাজটি তারা করেছে, তা হলো- জেনে না জেনে- আইম্মায়ে কেরামের সীরাতকে বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করেছে। আপনি যদি জিহাদবিরোধী

কোনো আলেমের সাথে কথা বলেন, তাহলে তিনি অকপটেই বলে দেবেন যে, আপনি কি বেশি বুঝেন? আবু হানিফা, শাফিয়ি, মালেক, আহমাদ, বুখারি, মুসলিম- এরা কি আপনার চেয়ে কম বুঝে? এরা তো কেউ ইলম ছেড়ে জিহাদে যায়নি?

মোটকথা তাদের বিশ্বাস, আমাদের পূর্বসূরি সালাফে সালেহীন আইম্মায়ে কেরাম জিহাদ করেননি। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে জিহাদ বিরোধী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকের দ্বিধা হয় না। গত রমযানে ঢালকানগরের পীর আব্দুল মতীন সাহেবের একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য হয়তো অনেকে শুনেছেনও।

সালাফে সালেহীনকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানোর পেছনে বড় কয়েকটি কারণ হল:

ক. অজ্ঞতা।

আপনি দেখবেন যে, যারা সালাফে সালেহীনকে জিহাদের

বিপরীতে দাঁড় করায়, তারা আসলে সালাফের জীবন চরিত সম্পর্কে অজ্ঞ। যেমন, ঢালাকানগরের পীর সাহেবের বক্তব্যে হয়তো আপনারা লক্ষ করেছেন যে, অজ্ঞতার কারণে তিনি আইম্মায়ে আরবাআ সকলকেই জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাদেরকে জিহাদ নাজায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল বানিয়েছেন। যদি তারা মন্তব্য করার আগে একটু কষ্ট করে সালাফের জীবনী পড়ে দেখতো, তাহলে হয়তো এমন আজগুবি কথা মুখে আসতো না।

খ. একপেশে ভাবনা।

সালাফকে জিহাদ বিরোধী ধারণা করার এটাও একটা বড় কারণ। আমাদের বর্তমান উলামা-তুলাবারা ইলমকেই সবচেয়ে বড় করে দেখে। সালাফের কারো জীবনী যদি তারা পড়েও, তাহলেও সালাফের ইলমী দিকটিই শুধু তাদের নজরে পড়ে। তাদের সিয়াসী ও জিহাদি জীবন, আমর বিল মা'রূফ-নাহি আনিল মুনকার, হকের পথে জীবন দেয়া: এগুলো তাদের নজরে তেমন পড়ে না। এগুলো ভাসা ভাসা নজরে দেখে চলে যায়। তারা শুধু দেখে যে, তিনি হাদিসের কি কি খিদমাত করেছেন, ফিকহে তার কি অবদান ইত্যাদি। এই একপেশে ভাবনা প্রবল হওয়ার কারণে অন্য দিকগুলো তাদের নজর

কাড়ে না।

গ. উলামাদের জীবনীতে ইলমী দিকের প্রাবল্য।

উলামায়ে কেরামের জীবনের মৌলিক দিকটি হচ্ছে ইলম। কেউ যখন তাদের জীবনী অধ্যয়ন করতে যাবে, তাদের ইলমী দিকটিই স্বাভাবিক বেশি নজরে আসবে। অন্যান্য দিকগুলো তাদের মৌলিক ব্যস্ততা না হওযায় সেগুলোর আলোচনা আসে প্রসঙ্গত। এ কারণে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে যারা সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করে তাদের কাছে ইলমী দিকটিই প্রবল হয়ে আসে। অন্যান্য দিকগুলো প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ঘ. পাঠকদের জিহাদ বিমুখীতা।

জিহাদ বিরোধীরা যদি সালাফের জীবনী পড়েও, তাহলেও নিজেদের অন্তরে সুপ্ত জিহাদ বিমুখীতার কারণে সালাফের জিহাদি জীবনটা তাদের দৃষ্টি কাড়ে না। নজরে পড়ে গেলে বা কেউ দেখিয়ে দিলে নিজেদের জিহাদ বিমুখীতার কারণে সালাফকেও তারা নিজেদের মতো জিহাদবিমুখী ধারণা করে এবং সালাফের জিহাদি দিকগুলোকে তাবিল, তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করে নিজেদের অনুকূল বানিয়ে নেয়।

এ সমস্ত কারণসহ আরো বিভিন্ন কারণে সালাফে সালিহীনের জিহাদি দিকগুলো প্রচ্ছন্ন থেকে যায় এবং অপব্যাখ্যার শিকার হয়। জিহাদবিরোধীরা গর্বভরে বলে বেড়ায়, আমাদের সালাফ জিহাদ করেননি, তাহলে আমাদের না করাতে কি দোষ? শুধু তাই নয়, বরং সালাফকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করিয়ে জিহাদ নাজায়েয-হারাম ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়।

ঢালকানগরের পীর সাহেবের অজ্ঞতাপ্রসূত বিভ্রান্তিমূলক বয়ানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার তাওফিকে কিছু দিন আগে আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদি জীবনের মতো আরো কতক আইম্মার জিহাদি জীবনটাও যদি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়, তাহলে একটা বড় খিদমাত হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটা বিভ্রান্তির কিছুটা হলেও অপনোদন হয়। বিশেষত আমাদের নিজেদের ভাইদের উপকার হবে এবং দাওয়াতের কাজে সহায়ক হবে। এ ধারণা থেকেই এ ব্যাপারে কলম ধরা।

আল্লাহ চাহেন তো আমাদের আইম্মায়ে কেরাম যে ইলমের পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও বিচরণ করেছেন তার কিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা তো তাদের থেকেই জিহাদ শিখেছি। তাদেরকে জিহাদবিরোধী দাঁড় করানো অজ্ঞতা, অপবাদ ও স্বার্থপরতা ছাড়া কিছুই নয়। সকল ভাইয়ের কাছে দোয়ার দরখাস্ত। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা - ২)

ইলম নিয়ে ব্যস্ততার অজুহাত

জিহাদবিমুখ উলামা-তুলাবাদের একটি মুখরোচক অজুহাত হল, **‘আমরা ইলম নিয়ে ব্যস্ত আছি। জিহাদ করতে গেলে ইলম ছুটে যাবে। সমাজের মানুষের ইলম ও মাসায়েলের সমাধান তাহলে দেবে কে- যদি আমরা জিহাদে চলে যাই’**?

বাহ্যত যুক্তিটি অনেক সুন্দর। যে কেউ কথাটি শুনবে আপাত দৃষ্টিতে সমর্থন না করে পারবে না। তবে আমি এখানে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই: **ইলম কি শুধু অজু-গোসল, হায়েয-নেফাস, নামায-রোযা, নিকাহ-তালাকের মাঝেই সীমাবদ্ধ? না'কি গোটা শরীয়তের সকল দিক, সকল বিধি-বিধানই ইলম? ঈমান-কুফর, তাকফিরুত তাওয়াগিত, সিয়াসত-খিলাফত-ইমারাত, জিহাদ-কিতাল-সিয়ার এগুলো কি ইলমের গণ্ডিতে পড়ে?**

যদি বলেন, পড়ে; তাহলে আপনারা কি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত? স্বাভাবিক প্রায় সকলেরই উত্তর আসবে, না। একান্ত যারা কিছুটা অধ্যয়ন করেনও তারাও বলতে গেলে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে। নিকাহ-তালাকের মাসআলা যেভাবে বুঝতে পারছেন এবং ফতোয়া দিতে পারছেন, এসব মাসআলায় তার দশ ভাগের এক ভাগ বরং বলতে গেলে একশ ভাগের এক ভাগও দক্ষতা নেই। তাহলে এখন যদি পর্যালোচনা করা হয় দেখা যাবে আপনারা ইলমের খুব কম অংশ নিয়েই লিপ্ত আছেন, আর বাকি সকল ইলমই আপনাদের ব্যস্ততার বাহিরে। তাহলে বলা যায় ইলমের অজুহাতের দাবিতেও

আপনারা সত্যবাদি নন।

যদি সত্য সত্যই আপনারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে তো আপনারাই আমাদের রাহবার হতেন। আপনারা যা বলতেন আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতাম। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উম্মাহর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ইলমটুকুর ধারে কাছেও আপনারা নেই বরং বিনা ইলমে উল্টো উল্টে ফতোয়া দিয়ে দিয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আপনাদের কথা মেনে চলতে পারি? বরং আপনাদের অজুহাত কবূল করার মতো কোন সুযোগও তো দেখছি না। বরং সত্য কথা বলতে গেলে: আপনারা ইলমের কেবল ততটুকু নিয়েই ব্যস্ত যতটুকুতে আপনাদের রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত হবে, যতটুকুতে রাষ্ট্রের বিরোধীতার কিছু নেই এবং যতটুকুতে তাগুত শাসক শ্রেণী আপনাদের প্রতি নারাজ হবে না। তাহলে বলা যায়, 'ইলম নিয়ে ব্যস্ত আছি'- উজরটা একেবারেরই অবাস্তব।

আমরা তো ইলমের দাবিই জানাচ্ছি

ইলমী ব্যস্ততার অজুহাত অবাস্তব হওয়ার একটা বড় দলীল হচ্ছে, আপনাদের জিহাদ বিমুখতা। কারণ, মুজাহিদরা যখন আপনাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তখন তো আপনাদেরকে এ কথা বলছেন না যে, আপনারা এখনই অস্ত্র হাতে রাস্তায় বেরিয়ে শহীদ হয়ে যান। আপনাদেরকে কাছে দাবি হচ্ছে, আপনারা প্রথমে সত্য জানুন। সত্য জেনে উম্মাহর সামনে সত্য তুলে ধরুন। উম্মাহকে দ্বীন ও জিহাদ বুঝান। তাহলে বলা যায়, যে ইলম নিয়ে আপনারা ব্যস্ত বলে দাবি করছেন, মুজাহিদগণ আপনাদের কাছে সে ইলমই দাবি করছেন এবং আপনাদের সামনে ইলমের বিশাল এক ময়দান খুলে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনারা যদি সারা না দেন, তাহলে কিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, আপনারা ইলম নিয়ে আছেন? বরং তখন তো সন্দেহ জাগে যে, আপনারা ইলমের নামে ইলম ও জিহাদ উভয়টা থেকেই বিমুখ হয়ে আছেন।

বি.দ্র.

আমার এ কথা শুধু ঐসব উলামা-তুলাবার ব্যাপারে যারা

আসলেই নিজেদের দাবিতে মিথ্যাবাদি। সকলের ব্যাপারে নয়।

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় ইলমী ব্যস্ততায় জিহাদ ছাড়ার সুযোগ নেই

সর্বোপরি জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে ইলম নিয়ে পড়ে থেকে জিহাদ ছাড়ার কোন অবকাশ নেই। ইলমী ব্যস্ততা যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ একটি আমল, কিন্তু যখন উম্মাহর উপর কাফের-মুরতাদরা সওয়ার হয়ে পড়ে, তখন আলেম-গাইরে আলেম সকলেরই প্রথম দায়িত্ব শত্রু প্রতিহত করা। এমন সময় ইলম নিয়ে পড়ে থাকা হারাম। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলম-জিহাদ উভয়টাই ফরযে কিফায়া। মুজাহিদগণ যদি জিহাদের ফরয আঞ্জাম দিতে থাকেন, তাহলে জিহাদের প্রয়োজনে যে সংখ্যক আলেম জিহাদে অংশগ্রহণ জরুরী, তারা বাদে বাকি আলেমদের উপর জিহাদে যাওয়া জরুরী নয়। তাদের জন্য তখন ইলম-জিহাদ উভয়টিই বরাবর। ইচ্ছা করলে জিহাদও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ইলমেও লিপ্ত থাকতে পারেন। অবশ্য এ সময় কোনটা উত্তম তা নিয়ে মতভেদ আছে।

জিহাদবিরোধীরা যেসকল আইম্মাদের দোহাই দিয়ে জিহাদ হারাম-নাজায়েয ফতোয়া দেয়, সেসকল আইম্মার যামানায় জিহাদের মূলত এ অবস্থাটিই ছিল। তাদের জন্য ইলম-জিহাদ উভয়টিই বরাবর ছিল। তখন কেউ কেউ ইলমের পাশাপাশি জিহাদ ও রিবাতের দায়িত্বও পালন করেছেন, আর কেউ কেউ ইলম নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। তবে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় হাদিস ও মাসায়েল বর্ণনা ও সংকলন করে দিয়েছেন। এভাবে ময়দানে না গিয়েও তারা জিহাদের খিদমাত করেছেন। আর উলামায়ে কেরামের অনেকের জন্য তখন জিহাদের ময়দানে যাওয়া জায়েযেও ছিল না। কারণ: শীয়া, খাওয়ারিজ, মু'তাজিলি, বাতিনি ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলো তো তখনই মাথাছাড়া দিয়ে গজিয়েছিল। এদেরকে দমন করা উলামাদের উপর ফরযে আইন ছিল। সকলেই যদি জিহাদে চলে যেতো তাহলে এদের দমন কে করতো? এমতাবস্থায় জিহাদে যাওয়ার অর্থ ছিল ফরযে কিফায়া আদায় করতে গিয়ে ফরযে আইন তরক করা যা হারাম। তাই, উলামায়ে কেরামের বিশাল একটা অংশ সার্বক্ষণিক ইলমে লিপ্ত থাকা আবশ্যক ছিল। তাদের জন্য

জিহাদে যাওয়া নাজায়েয ছিল।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত। এখন জিহাদ ফরযে আইন। আর জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন অন্য সব বাদ দিয়ে আগে শত্রু প্রতিহত করা ফরয। কারণ, এখন যদি শত্রু প্রতিহত করা না যায়, তাহলে দ্বীন-দুনিয়া সবই বরবাদ হয়ে যাবে। শত্রু প্রতিহত হয়ে গেলে তখন দ্বীনের সকল শাখার সকল খিদমাত করা যাবে। এজন্য উম্মাহর আইম্মায়ে কেরামের ইজমা: জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে তখন আলেমদেরকেও জিহাদে চলে যেতে হবে।

তবে বর্তমান বিশ্বের সকল এলাকার অবস্থা এক রকম নয়। যেখানে সরাসরি যুদ্ধ চলছে, সেখানে আলেমদেরকেও জিহাদে বের হতে হবে। আর আমাদের দেশের মতো যেসব এলাকায় দাওয়াত ও ই'দাদি কাজ চলছে, সেখানে ময়দানে যাওয়া আবশ্যক নয়। দাওয়াত ও ই'দাদের জন্য আলেমদের যে ধরণের ভূমিকা প্রয়োজন, সে ধরণের ভূমিকা রাখাই

তাদের কাজ। বিশেষত ইলমী কাজটাই তাদের মূল কাজ। হ্যাঁ, কখনও যদি সরাসরি ময়দানে নেমে পড়ার দরকার পড়ে- এদেশে হোক বা অন্য দেশে- তাহলে তখনকার কথা ভিন্ন।

মোটকথা, সালাফে সালিহীন আইম্মায়ে কেরামের যামানায় আলেমদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন ছিল না। করাতে কোন সমস্যা ছিল না। বরং অনেকের জন্য ইলমে লিপ্ত থাকাই ফরযে আইন ছিল, জিহাদে যাওয়া নাজায়েয ছিল। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ভিন্ন। এখন ইলমের নাম করে জিহাদের ইলমী-আমলী সকল ধরণের সহায়তা থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই।

যাহোক, ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ মুজাহিদ ও মুরাবিত উলামাদের আলোচনা শুরু করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

***

এক.

হাসান বসরী রহ. (১১০হি.)

বিশিষ্ট তাবিয়ী। অনেক সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাফসীর, হাদিস ও ফিকহে যামানার শ্রেষ্ঠ ইমাম। খলিফায়ে রাশেদ উমার ইবনু আব্দুল আজিজ রহ. এর খেলাফতকালে তিনি বসরার কাযি ছিলেন।

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল চৌদ্দ।

তার পিতা-মাতা উভয়ই যুদ্ধবন্দী দাস ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরই ঔরসে এ মহামানবের জন্ম দেন। তার মা উম্মুল মু’মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে কাজ করতেন। অনেক সময় তিনি কাজের ব্যস্ততায় শিশু হাসান

রহ.কে দুধ পান করাতে পারতেন না। তিনি যখন কাঁদতে থাকতেন, অনেক সময় উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে দুধ পান করাতেন। বলা হয়, সে দুধের বরকতেই এ ইলম ও হিকমতের দৌলত তিনি লাভ করেন। তাছাড়া তার মা তাকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে নিয়ে যেতেন এবং দোয়া চাইতেন। তারা জন্য দোয়া করতেন। হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য দোয়া করেন,

اللهم فقهه في الدين، وحببه إلى الناس. اهـ

"হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সমঝ দান কর এবং মানুষের কাছে তাকে প্রিয় বানিয়ে দাও।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৯/২৯৫

তার যামানায় তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। এমনকি এও বলা হয় যে, তিনি নবীগণের সাদৃশ্য রাখতেন।

তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, শক্তিশালী ও বীরবাহাদুর সুপুরুষ ছিলেন। বীরত্বের জন্য সুখ্যাত ছিলেন। শুরু শুরুতে তিনি জিহাদ নিয়েই পড়ে থাকতেন। এমনকি খুরাসানের আমীর আর-রবি ইবনু যিয়াদের কাতেবে পরিণত হন। তার হাতের কব্জি এক বিঘত প্রশস্ত ছিল- যা খুবই বিরল। উমাইয়া শাসনামলে তিনি খুরাসানে জিহাদ করতেন। তিনি এমনই প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন যে, আমীরুল মুজাহিদিন আলমুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতেন, তখন হাসান বসরী রহ.কে সামনের কাতারে রাখতেন।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮হি.) 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে হিশাম ইবনু হাসসান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (৪/৫৭৮),

كان الحسن أشجع أهل زمانه. اهـ

"হাসান রহ. যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন।"

আছমায়ী রহ. এর সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন (৪/৫৭২),

ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن البصري، كان عرضه شبرا. قلت: كان رجلا تام الشكل، مليح الصورة، بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. اهـ

“হাসান বসরীর কব্জির চেয়ে প্রশস্ত কোন কব্জি দেখিনি। তার কব্জি এক বিঘত প্রশস্ত ছিল। আমি বলি- অর্থাৎ যাহাবি রহ. বলেন- শারীরিকভাবে তিনি পূর্ণ গড়নবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সুদর্শন ও চক্ষুশীতলকারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বীরদের একজন ছিলেন।”

আরো বলেন (৪/৫৭২),

لم يطلب الحديث في صباه، وكان كثير الجهاد، وصار كاتبا لأمير خراسان الربيع بن زياد

وقال سليمان التيمي: كان الحسن يغزو، وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء، ثم جاء الحسن، فكان يفتي. اهـ

"তিনি বাল্যকালে হাদিস অন্বেষণ করেননি। খুব বেশি জিহাদ করতেন। এমনকি খুরাসানের আমীর আর-রবি ইবনু যিয়াদের কাতেবে পরিণত হন।
সুলাইমান আততাইমি রহ. বলেন, হাসান রহ. জিহাদ করতেন। তখন বসরার মুফতি ছিলেন, আবুশ শা'ছা জাবির ইবনু যায়দ রহ.। এরপর যখন হাসান রহ. আসলেন, তখন তিনিই ফতোয়া দিতেন।"

ইতিহাসবিদ ফাসাবি রহ. (২৭৭হি.) 'আলমা'রিফাতু ওয়াততারিখ' কিতাবে জা'ফর ইবনু সুলাইমান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৪৯),

كان الحسن من أشد الناس إذا حضر الناس ... وكان المهلب إذا قاتل المشركين فكان الحسن من الفرسان الذين يقدمون. اهـ

"যুদ্ধ যখন বেঁধে যেতো, তখন হাসান রহ. অতীব জানবাজ ব্যক্তি পরিগণিত হতেন। ... (আমীর) মুহাল্লাব যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতেন, তখন হাসান রহ. ঐসকল বীর ঘোড়সওয়ারদের অন্তর্ভুক্ত থাকতেন, যাদেরকে অগ্রে রাখা হতো।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৪৯),

سألت محمدا عن شيء من أمر الطعام في الغزو. فقال: سل الحسن فإنه كان يغزو. اهـ

"আমি মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ. এর কাছে যুদ্ধের ময়দানে খাদ্য সংক্রান্ত একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'হাসানকে জিজ্ঞেস কর। কারণ, তিনি জিহাদ করতেন'।"

আবু খালিদ মুহাজির রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৫২),

ذكر لأبي العالية الحسن، فقال: رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اهـ

"আবুল আলিয়া রহ. এর কাছে হাসান রহ. এর আলোচনা উঠল। তিনি বললেন, তিনি এমন একজন মুসলিম ছিলেন, যিনি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন।"

হাসান বসরী রহ. ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দুই. ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. (১৬২হি.)

দুই

ইবরাহীম ইবনু আদহাম আলবালখি রহ. (১৬২হি.)

সাইয়্যিদুয যুহহাদ ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. মূলত খুরাসানের বালখের অধীবাসী ছিলেন। পরে শামে চলে যান এবং সেখানেই রোমানদের বিরুদ্ধে রিবাতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

আবু ইসহাক আসসাবিয়ী, মানসূর ইবনুল মু’তামির, মালিক ইবনু দিনার, সুলাইমান আলআ’মাশ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান সাওরি, বাক্কিয়্যাতুবনুল ওয়ালিদ, শাক্কিক্ক আলবালখি প্রমুখ বড় বড় ইমাম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সুফি দুনিয়ায় ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ.কে নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়ে থাকে। তার নামে বানোয়াট অনেক কিছুই প্রচলিত আছে। তবে আমরা যদি তার বাস্তব ইতিহাস দেখতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, সুফিবাদিরা ইবরাহীম ইবনু আদহামের আদর্শ থেকে কত হাজারো কোটি মাইল দূরেই না অবস্থান করছে। বরং বলতে গেলে ভ্রান্ত সুফিবাদিরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইবরাহীম ইবনু আদহামের মতো যাহেদ ইমামদেরকে ব্যবহার করছে, আর বাস্তব জীবনে তারা এসকল ইমামদের অনুসরণ থেকে সম্পূর্ণই বিমুখ।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. বালখের এক উচ্চবংশীয় ও ধনাঢ্য রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্যের কোন

অভাব তার ছিল না। কিন্তু হালাল রিযিকের অন্বেষণে তিনি শুধু নিজ পরিবারই ত্যাগ করেননি, নিজ জন্মভূমিও ত্যাগ করেছেন।

প্রথমে তিনি ইরাক চলে যান। কিন্তু ইরাক তার কাছে ভাল ঠেকলো না। অনেকে পরামর্শ দিল, শামে চলে যান। সেখানে হালাল রিযিকের সন্ধান পাবেন। তিনি শাম চলে গেলেন। দিনমজুরি করে চলতে লাগলেন। একমাত্র নিজের হাতের হালাল কামাই ছাড়া অন্য কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে, তাতে হারাম নেই। এজন্য তিনি পিতার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এসেছেন। আর রাজা বাদশাদের হাদিয়া তোহফা গ্রহণের তো কোনো প্রশ্নই নেই। কখনো ক্ষেতে কাজ করতেন, কখনো বাগান দেখাশুনার মজুরি নিতেন, কখনও বা অন্য কোন হালাল মজুরি। যখন প্রয়োজন হতো মজুরি করতেন। পারিশ্রমিক যা পেতেন ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনটুকু রেখে বাকিটুকু সাদাকা করে দিতেন। এরপরও আপসোস করতেন আর কাঁদতেন এই ভয়ে যে, আখেরাতের নিয়ামত দুনিয়াতেই ভোগ করে ফেলছেন কি'না।

এই মহামানবের রাত যেমন কাটতো ইবাদতে, দিন কাটতো রিবাতের ময়দানে। এমনকি তার শিষ্যত্ব যারা গ্রহণ করতো, তারাও মুজাহিদ হয়ে যেতো। এমনকি জিহাদ না করার কারণে তিনি জগদ্বিখ্যাত ইমাম, আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস: সুফিয়ান সাওরি রহ.কে-ও তিরস্কার করতেন। **যাহাবি রহ. (৭২৮হি.) খুরাইবি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,**

جلست إلى إبراهيم بن أدهم، فكأنه عاب على سفيان ترك الغزو، وقال: هذا الأوزاعي يغزو، وهو أسن منه. اهـ

"একবার ইবরাহীম ইবনু আদহামের কাছে বসলাম। মনে হল তিনি জিহাদ তরক করার কারণে সুফিয়ান (সাওরি)কে তিরস্কার করেছেন এবং বলেছেন, এই যে আওযায়ী! তিনি জিহাদ করছেন অথচ তিনি সুফিয়ানের চেয়েও বয়স্ক।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৬৯

এই মর্দে মুজাহিদ মৃত্যুকালে জিহাদপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, আজকালকার জিহাদবিদ্বেষী সুফিমহল যদি একটু বিবেচনা করে দেখতো! **ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,**

وذكروا إنه توفي في جزيرة من جزائر بحر الروم وهو مرابط، وأنه ذهب إلى الخلاء ليلة مات نحوا من عشرين مرة، وفي كل مرة يجدد الوضوء بعد هذا، وكان به البطن، فلما كانت غشية الموت قال: أوتروا لي قوسي، فأوتروه فقبض عليه فمات وهو قابض عليه يريد الرمي به إلى العدو رحمه الله وأكرم مثواه. اهـ

"ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, তিনি রোম সাগরের এক দ্বীপে রিবাতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তারা লিখেছেন, যে রাত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে রাত্রে বিশ বারের মতো ইস্তিনজাখানায় গিয়েছেন। প্রত্যেকবারই ইস্তিনজার পর (নামাযের জন্য) অজু করেছেন। তার পেট খারাপ ছিল। যখন (দেখলেন) মৃত্যুর আখিরি মূর্ছা শুরু হচ্ছে (সাথীদের) বললেন, 'আমার ধনুকে রশি লাগিয়ে দাও'। সাথীরা ধুনুকে রশি লাগিয়ে দিল। তিনি ধনুক হাতে নিলেন। (আকাঙ্খা: দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় হন যেন,) দুশমনদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন। এভাবে ধনুক হাতে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন। সম্মানজনক ঠিকানা দান করুন।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১৫৪

ইবনে আসাকির রহ. (৫৭১হি.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

قال: فدفناه في بعض الجزائر في بلاد الروم. اهـ

"বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা তাকে রোম সাম্রাজ্যের একটি দ্বীপে দাফন করলাম।"- তারিখে দিমাশক ৬/৩৪৯

বর্তমান সুফি দুনিয়াকে ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর সীরাতের সাথে তুলনা করলে কত বৈপরীত্বই না দেখতে পাবো:

- তিনি হালাল রিযিকের তালাশে নিজের পিতার রাজত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন, ক্ষেত খামারে দিনমজুরি করেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহল সরকার, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকাংশের অধিকাংশ মাল সুনিশ্চিত হারাম, তাদের পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকেন। হালাল হারামের কোন তোয়াক্কা না করে, যা আসে সবই গ্রহণ করে নেন।

- তিনি দুনিয়া খুব সামান্যই গ্রহণ করেছেন। ক্ষুধানিবারণের প্রয়োজনটুকুই শুধু গ্রহণ করেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহলের ধন-ঐশ্বর্য্যের কোন শেষ নেই। একেক জন কলাগাছের মতো এমনই ফুলে উঠেছেন, যেন হস্তিপেট না হলে সুফিই হওয়া যায় না। বরং অবস্থা এমন ধারণ করেছে যে, ধন ভাণ্ডার আর আরাম আয়েশের লোভে এখন যে কেউ নিজেকে সুফি দাবি করে বসছে।

- আল্লাহ তাআলার দ্বীন বুলন্দ করার লক্ষ্যে খুরাসান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর রোম সাম্রাজ্যের এক নির্জন সমূদ্র-দ্বীপে তিনি রিবাতে চলে গেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহল আজ একেতো অপব্যাখ্যা করে শরীয়তের জিহাদের প্রকৃত রূপ বিকৃত করেছেন, দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার এই বিধানটিকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্বসামর্থ্য দিয়ে জিহাদের বিরোধীতা আর মুজাহিদদের সমালোচনা ও গালিগালাজ করে যাচ্ছেন এবং তাদের নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ আরোপ করে যাচ্ছেন। এরপরও তাদের লজ্জা হয় না যে, নিজেদেরকে ইবরাহীম ইবনু আদহামের অনুসারি দাবি

করে?!

শেষে ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি,

كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بمنزلة واحدة، وكل عالم لا يكون ورعا فهو والذئب بمنزلة واحدة، وكل من خدم سوى الله فهو والكلب بمنزلة واحدة. اهـ

- "প্রত্যেক সুলতান যে আদেল-ন্যায়পরায়ণ না হবে, সে আর চোর একই কথা।

- প্রত্যেক আলেম যে পরহেযগার না হবে, সে আর হিংস্র বাঘ একই কথা।

- প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সেবক হবে, সে আর কুকুর একই কথা।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১৫১

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: তিন. আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. (১৫১হি.)

হাসান বসরী রহ. ও ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর মুজাহিদ শাগরেদ

আলহামদুলিল্লাহ! এতক্ষণ আমরা তাসাওউফ জগতের প্রথম সারির দু'জন শায়েখ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম, তারা মুজাহিদ ছিলেন। এখন আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে শাগরেদ নিয়ে আলোচনা করবো যারা মুজাহিদ ছিলেন। যাতে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, তাসাওউফ দুনিয়ায় যাদের দোহাই দিয়ে চলা হয়, তাদের বড় বড় মাশায়েখগণ নিজেরাই যে শুধু মুজাহিদ ছিলেন তাই নয়, তাদের সোহবতে যারা আসতো তারাও জিহাদি হয়ে যেত। যাতে এও স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, বর্তমান তাসাওউফের দাবিদার বহু শায়েখ, যাদের সংস্পর্শে আসলে পুরুষসূলভ গুণটিই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় এবং জিহাদের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয়: তারা আর যা কিছুই হোক, অন্তত আইম্মায়ে আহলে সুন্নাহর ত্বরীকার উপর নেই।

হাসান বসরী রহ. এর দু’জন মুজাহিদ শাগরেদ: হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আলবাসরী রহ. (১৫১হি.) ও আর-রবি ইবনু সাবিহ আলবাসরী রহ. (১৬০হি.)।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর দু’জন মুজাহিদ শাগরেদ: শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.) ও আলী ইবনু বাক্কার আলবাসরী রহ. (২০৭হি.)।

***

তিন

হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আলবাসরী রহ. (১৫১হি.)

তিনি হাসান বসরী রহ. এর প্রথম সারির শাগরেদ। বসরার ইমাম। হাফিজুল হাদিস। নজীর বিহীন তাকওয়া-পরহেযগারির অধিকারী। বুখারি-মুসলিমসহ সুনানে

আরবাআর সকলেই নিজ নিজ সনদে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। **যাহাবি রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে বলেন (১/১১৭-১১৮):**

ابن عون الإمام شيخ أهل البصرة ... الحافظ

حدث عن: سعيد بن جبير وأبي وائل وإبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد والشعبي والحسن والقاسم بن محمد وخلق.

وعنه: حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون وأبو عاصم الأنصاري ومسلم بن إبراهيم وخلق كثير.

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من بن عون. وقال قرة: كنا نعجب من ورع بن سيرين فأنساناه ابن عون. وقال شعبة: ما رأيت مثل أيوب وابن عون ويونس. وقال هشام بن حسان: لم تر عيناي مثل ابن عون. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون. وقال شعبة: شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره ... وقال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال بكار السيريني: كان ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما وصحبته دهرا، وكان ... يختم كل أسبوع. اهـ

"ইমাম ইবনু আউন রহ. বসরার শায়েখ। ... হাফিজুল

হাদিস।

সাঈদ ইবনু যুবায়ের, আবু ওয়ায়িল, ইব্রাহিম নাখায়ি, আতা, মুজাহিদ, শা'বি, হাসান (বসরী) ও কাসিম ইবনু মুহাম্মাদসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তার থেকে হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, ইসামাঈল ইবনু উলাইয়া, ইসহাক আলআযরাক, ইয়াযিদ ইবনু হারুন, আবু আসিম আলআনসারি ও মুসলিম ইবনু ইব্রাহিমসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রহ. বলেন, 'ইরাকে ইবনে আউনের চেয়ে সুন্নাহয় বড় আলেম আর কেউ নেই'।

কুররা রহ. বলেন, 'আমরা ইবনে সিরিনের তাকওয়া-পরহেযগারিতে আশ্চর্যান্বিত হতাম। কিন্তু পরে ইবনে আউন (আপন পরহেযগারির সামনে) ইবনে সিরিনের পরহেযগারির কথা (আমাদেরকে) ভুলিয়েই দিলেন'। ...

হিশাম ইবনু হাসসান রহ. বলেন, 'আমার দু' চক্ষু ইবনে

আউনের মতো ব্যক্তি দ্বিতীয়টি দেখেনি’।

ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, ‘ইবনে আউনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি আমি দেখিনি’।

শু’বা রহ. বলেন, ‘ইবনে আউনের সংশয়জনক রিওয়ায়াতও আমাদের কাছে অন্যদের ইয়াকিনের তুলনায় অধিক প্রিয়’।

ইবনে মায়ীন রহ. বলেন, ‘তিনি সকল বিষয়েই নির্ভরযোগ্য’।

বাক্কার আসসিরিনি রহ. বলেন, ‘ইবনে আউন একদিন পর পর রোযা রাখতেন। আমি দীর্ঘ যামানা তার সোহবতে ছিলাম। ... তিনি প্রতি সপ্তাহে কুরআনে কারীম এক খতম করতেন’।”

এরপর ইমাম যাহাবি রহ. বলেন (১/১১৮):

لابن عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس؛ لأنه كان إماما في العلم رأسا في التأله والعبادة حافظا لأنفاسه. كبير الشأن. مات في رجب سنة إحدى وخمسين ومائة رحمه الله تعالى. اهـ

“ইবনে আউন রহ. এর আশ্চর্য রকমের জালালত ও জনপ্রিয়তা ছিল। কেননা, তিনি ছিলেন ইলমের জগতে ইমাম। ইবাদাত ও আল্লাহমুখীতায় সকলের অগ্রগামী। আপন শ্বাস-প্রশ্বাসেরও হিফাজতকারী ছিলেন। বড় শানদার ব্যক্তি ছিলেন। রজব, ১৫১হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। রাহিমাহুল্লাহু তাআলা।”

অন্যত্র বলেন,

كان ابن عون عديم النظير في وقته، زهدا، وصلاحا. اهـ

“যুহদ ও বুযুর্গীতে আপন যামানায় ইবনে আউনের সমকক্ষ কেউ ছিল না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭৫

***

জিহাদের ময়দানে

ইলম ও আমলের ময়দানের এ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটি জিহাদের

ময়দানেও ছিলেন বাহাদুর। **তার দীর্ঘ দিনের শাগরেদ বাক্কার রহ. বলেন,**

وكان يغزو ويركب الخيل. بارز مرة علجا فقتله. اهـ

“তিনি জিহাদ করতেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। একবার এক মল্লযুদ্ধে এক (রুমান) বাহাদুরকে হত্যা করেছেন।”- তাযকিরাতুল হুফফাজ **১/১১৮**

বাক্কার রহ. আরো বলেন,

وكان - فيما حدثني بعض أصحابنا - لابن عون ناقة يغزو عليها، ويحج. اهـ

“ইবনে আউনের একটি উষ্ট্রী ছিল, যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি জিহাদ ও হজ করতেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭০

আরো বলেন,

وكان يغزو على ناقته إلى الشام، فإذا صار إلى الشام، ركب الخيل، وقد بارز روميا، فقتل الرومي. اهـ

“জিহাদে যাওয়ার সময় প্রথমে উষ্ট্রীটিতে চড়ে শাম যেতেন। শামে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তেন। একবার এক রুমান সৈন্যের সাথে মল্লযুদ্ধে নেমেছিলেন। তিনি রুমান সৈন্যটিকে হত্যা করেছিলেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭০

মল্লযুদ্ধের ঘটনাটি অন্য রেওয়াতে আরো চমৎকারভাবে এসেছে। ইমাম যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৬৮):

محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني مفضل بن لاحق، قال: كنا بأرض الروم، فخرج رومي يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله، ثم دخل في الناس، فجعلت ألوذ به لأعرفه، وعليه المغفر. فوضع المغفر يمسح وجهه، فإذا ابن عون!. اهـ

“মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আলআনসারি বলেন, আমাদের কাছে মুফাজজাল ইবনু লাহিক্ব বর্ণনা করেছেন, ‘আমরা একবার রোম সাম্রাজ্যে (জিহাদে) ছিলাম। তখন এক রুমান সৈন্য বেরিয়ে এল। সে মল্লযুদ্ধের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলো। তার ডাকে সাড়া দিয়ে (আমাদের) এক ব্যক্তি বের হলেন। তিনি সৈন্যটিকে হত্যা করে এসে লোকদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। আমি তাকে চেনার জন্য তার পিছু নিলাম।

তার মাথায় তখন শিরস্ত্রাণ পরা ছিল। তিনি মুখ মুছতে মুছতে শিরস্ত্রাণটি খুললেন। আশ্চর্য! তাকিয়ে দেখি তিনি ইবনে আউন।”

এই ছিল সালাফদের অবস্থা। তারা ইলম ও আমলের ময়দানে যেমন ছিলেন অতুলনীয়, জিহাদের ময়দানেও ছিলেন বীর সেনানি।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: চার-পাঁচ

চার

আর-রবি ইবনু সাবিহ আলবাসরী রহ. (১৬০হি.)

বসরার বিশিষ্ট আবেদ ও যাহেদ। হাসান বসরী রহ. এর শাগরেদ। এছাড়াও মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন, আতা ইবনু আবি রাবাহ, সাবিত বুনানি প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি, আবু দাউদ তায়ালিসি, সুফিয়ান সাউরি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন ও আহমাদ ইবনু হাম্বলসহ অনেকে তাকে ছিকাহ তথা হাদিসে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আমীরুল মু'মিনীন মাহদির আমলে হিন্দুস্তানে জিহাদ করতে এসে তিনি মারা যান। বিজয়ের পর বাহিনি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন বিশেষ এক রোগ দেখা দেয়। তাতে আক্রান্ত হয়ে রবি রহ. সহ এক হাজার মুজাহিদ মারা যান। তাছাড়া জাহাজ ডুবিতেও অনেকে মারা যান। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহম করুন। তাদেরই কুরবানির উসিলায় আজ আমরা ঈমানদার। **১৬০ হিজরির আলোচনায় ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,**

وفيها افتتح المسلمون وعليهم عبد الملك المسمعي مدينة كبيرة بالهند ... وتُوفي في غزوة الهند في الرجعة بالبحر الربيع بن صبيح البصري صاحب الحسن. اهـ

“আব্দুল মালিক আলমিসমায়িির নেতৃত্বে এ বছর মুসলমানগণ হিন্দুস্তানের বিশাল একটি এলাকা বিজয় করেন। ... এ গাযওয়াতুল হিন্দে সমুদ্রপথে ফেরার সময় হাসান বসরী রহ. এর শাগরেদ রবি ইবনু সাবিহ রহ. মৃত্যুবরণ করেন।”- আলইবার ১/১৭৯

***

পাঁচ

শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.)

ইব্রাহিম ইবনু আদহাম রহ. এর মুরীদ। তাসাউফ জগতে অতি পরিচিত ব্যক্তি। প্রথমে আবু হানিফা রহ. এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তার ওফাতের পর যুফার রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উভয়ের কাছ থেকে ইলমে ফিকহ শিখেন। আবু ইউসুফ রহ. থেকেও ফিকহ শিখার সুযোগ হয়েছে।

তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন দুনিয়া বিমুখ যাহেদ

ইবাদতগুজার, অন্যদিকে ছিলেন অনন্য সাধারণ মুজাহিদ।

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,

وقد جاء عن شقيق مع تألهه وزهده، أنه كان من رؤوس الغزاة.
وروى: محمد بن عمران، عن حاتم الأصم، قال: كنا مع شقيق ونحن مصافو العدو الترك، في يوم لا أرى إلا رؤوسا تندر ، وسيوفا تقطع، ورماحا تقصف، فقال لي: كيف ترى نفسك، هي مثل ليلة عرسك؟ قلت: لا والله. قال: لكني أرى نفسي كذلك. اهـ

"শাকিক রহ. এর ব্যাপারে জানা যায় যে, আবেদ ও যাহেদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান, হাতিম আলআছাম্ম থেকে বর্ণনা করেন, একবার তুর্কি দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাকিকের সাথে আমরা কাতারবন্দী দণ্ডায়মান ছিলাম। সেদিন এমনই এক ভয়াবহ দিন ছিল যে, শুধু দেখছি- দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তরবারি ভেঙে খানখান হচ্ছে। বৃষ্টির মতো তীর-বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিজেকে কেমন অনুভব করছো? বাসর রাতের মতো মনে হচ্ছে কি'? আমি উত্তর দিলাম, 'না তো'। তিনি বললেন, তবে আমার কিন্তু এমনই অনুভব হচ্ছে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৭১

এ মর্দে মুজাহিদ অবশেষে ১৯৪ হিজরিতে মা-ওয়ারাউন নাহরে এক যুদ্ধে শহীদ হন। **আব্দুল কাদির আলকুরাশি রহ. (৭৭৫হি.) বলেন,**

مات قتيلا شهيدا فى غزوة كولار سنة أربع وتسعين ومائة رحمه الله تعالى. اهـ

“১৯৪ হিজরিতে কুলার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন।”- আলজাওয়াহিরুল মুজিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ ২৫৮

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ছয়. আলী ইবনু বাক্কার (২০৭হি.)

ছয়

আলী ইবনু বাক্কার আবুল হাসান আলবাসরী রহ. (২০৭হি.)

আলী ইবনু বাক্কার

রিবাত-ই শান তার

পাহারায় পাহাড়

রণাঙ্গণে বারবার

জিহাদই প্রাণ তার

আবু নুআইম ইস্পাহানি রহ. (৪৩০হি.) 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থে (৯/৩১৭) তার আলোচনা এভাবেই শুরু করেছেন। (1)

তিনিও ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর মুরীদ। বিশিষ্ট যাহেদ। ময়দানের বীর সেনানী। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,

الإمام، الرباني، العابد، أبو الحسن البصري، الزاهد، نزيل المصيصة، ومريد إبراهيم بن أدهم ... قال يوسف بن مسلم: بكى علي بن بكار حتى عمي، وكان قد أثرت الدموع في خديه. قلت: وكان فارسا، مرابطا، مجاهدا، كثير الغزو، فروي عنه أنه قال: واقعنا العدو، فانهزم المسلمون، وقصر بي فرسي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفرس: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حيث تتكل على فلانة في علفي، فضمنت أن لا يليه غيري. اهـ

“আবুল হাসান আলবাসরী। ইমামে রব্বানী। আবেদ। যাহেদ। (রিবাতের জন্য) মিসসিসিয়্যাতে এসে বসবাস করেন। ইবরাহীম ইবনু আদহামের মুরীদ। ...

ইউসুফ ইবনু মুসলিম বলেন, ‘আলী ইবনু বাক্কার রহ. এতে বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের পানিতে উভয় গালে দাগ পড়ে গিয়েছিল’।

আমি বলি (অর্থাৎ যাহাবি রহ. বলেন), তিনি বিশিষ্ট ঘোড়সওয়ারও ছিলেন। মুরাবিত ও মুজাহিদ ছিলেন। অনেক বেশি জিহাদ করতেন। তার থেকে একটি (আশ্চর্য) ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার আমরা শত্রুর উপর হামলা করলাম। কিন্তু মুসলিম বাহিনি পশ্চাদপসরণ করল। আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারছিল না। আমি বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন! তখন ঘোড়াও বলে উঠল, হ্যাঁ; এখন তো ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন- ই পড়তে হবে। আমার দানা-পানির দায়িত্ব যখন অমুক মহিলার হাতে সোপর্দ করে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন, তখন তো এমনটাই হবে। তখন থেকে ঠিক

করলাম, এ দায়িত্ব আমি নিজেই পালন করবো, অন্য কারো হাতে ছাড়বো না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/২৩৪

***

প্রিয় পাঠক! যেহেতু একজন সুফি সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের প্রেক্ষিতে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাই প্রথমে বিখ্যাত কয়েকজন যাহেদের আলোচনা আনলাম। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের আলোচনা আনবো।

***

----

1. المرابط الصبار المجاهد الكرار علي بن بكار - رحمه الله تعالى. سكن المصيصة مرابطا، صحب إبراهيم بن أدهم وأبا إسحاق الفزاري. اهـ

সাত

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩হি.)

তিনি ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহ-সকলের শাগরেদ। ইমাম মালেক থেকে মুআত্তা রিওআয়াত করেছেন। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমাল্লাহর কাছে ফিকহ শিখেছেন। **'আলআসাদিয়া'** কিতাবের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। আবু ইউসুফ রহ. উস্তাদ হয়েও তার থেকে মুআত্তা মালেক রিওয়াত করেছেন।

তিনি বংশীয়ভাবে খুরাসানের নিশাপুরের মানুষ। তবে তার পিতার সাথে আফ্রিকার মাগরিবে কায়রাওয়ান শহরে চলে যান। তার পিতা সেনাবাহিনির উচ্চ পদস্থ সৈনিক ছিলেন। ইলম তলবের জন্য তিনি আবার মাশরিকে আসেন। মদীনায় ইমাম মালেক রহ. এর কাছে হাদিস পড়েন। ইরাকে গিয়ে আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর কাছে ফিকহ শিখেন। ইরাকে থাকাবস্থায়ই ইমাম মালেক রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে

যায়।

ইরাকে আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব শিখে তিনি মিশরে চলে যান। সেখানে ইমাম মালেক রহ. এর বড় বড় দু'জন শাগরেদ বিদ্যমান ছিলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব ও আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম। প্রথমে তিনি ইবনু ওয়াহব রহ. এর কাছে গিয়ে আবু হানিফা রহ. এর মাসআলাসমূহ পেশ করেন। আবেদন করেন, এর বিপরীতে প্রতিটি মাসআলায় ইমাম মালেকের কি অভিমত তা তুলে ধরতে। কিন্তু ইবনু ওয়াহব রহ. হিম্মত করেননি। তিনি ইবনুল কাসিম রহ. এর কাছে চলে যান। ইবনুল কাসিম রহ. প্রতিটি মাসআলায় ইমাম মালেক রহ. এর অভিমত তুলে ধরেন। যেখানে ইমাম মালেকের স্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই, সেখানে তার অন্যান্য বক্তব্যের আলোকে সমাধান কি হতে পারে তা বলে দেন। আসাদ রহ. এসব মাসআলা সংকলন করে মাগরিবে চলে যান। তার সংকলিত এ কিতাবগুলো **'আলআসাদিয়া'** নামে প্রসিদ্ধ।

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন,

قال سلمان بن عمران: ... بسبب أسد ظهر العلم بإفريقية. قال غيره. كان أسد أعلم العراقيين بالقيروان كافة. ومذهبه السنة لا يعرف غيرها. اهـ

“সুলাইমান ইবনু ইমরান রহ. বলেন, আসাদ রহ. এর মাধ্যমেই আফ্রিকায় ইলমের প্রচার-প্রসার হয়েছে। অন্য একজন বলেন, ইরাক থেকে ইলম অর্জনকারীদের মধ্যে কায়রাওয়ান শহরে আসাদ রহ.- ই ছিলেন সবচেয়ে বড় আলেম। তার মাযহাব সম্পূর্ণ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত (বিদআতি) কিছেই তিনি জানেন না।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০২

আরো বলেন,

قال عمران بن أبي محرز: جاءنا موت أسد فاستعظمه أبي، وقال: اليوم مات العلم. اهـ

“ইমরান ইবনু আবু মুহরিয রহ. বলেন, আমাদের কাছে আসাদ রহ. এর মৃত্যুর খবর আসলো। আমার পিতার কাছে

তার মৃত্যু অতিশয় দুঃখের বিষয় মনে হল। বললেন, আজ ইলমের মৃত্যু ঘটে গেছে।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০২

বীরত্ব

যাহাবি রহ. বলেন,

وكان مع توسعه في العلم فارسا، بطلا، شجاعا، مقداما. اهـ

“প্রভূত ইলমের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। বাহাদুর। সাহসী বীর। ময়দানের অগ্রসৈনিক।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/৩৫১

জিহাদ ও শাহাদাত

মাগরিরেবর গভর্নর যিয়াদাতুল্লাহ আলআগলাবি প্রথমে ২০৩/২০৪ হিজরিতে তাকে কায়রাওয়ানের কাজি নিয়োগ দেন। তিনি কাজি হিসেবেই বহাল ছিলেন। ২১২ হিজরিতে তিনি তাকে দশ হাজার সৈন্যের আমীর বানিয়ে সিকিল্লিয়া দ্বীপ বিজয়ের জন্য পাঠান। তখন তিনি একাধারে বাহিনির আমীর ও কাজি ছিলেন। সিকিল্লিয়ার সম্রাট দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে তার মোকাবেলায় আসে। তিনি তাদের পরাজিত

করেন। পরে গিয়ে সারাকুসা অবরোধ করেন। এ অবরোধকালে তিনি মারা যান। আঘাতে আঘাতে গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এ জখমেই তিনি শহীদ হন। রাহিমাহুল্লাহ। কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন,

قام قاضياً إلى أن خرج إلى صقلية، سنة اثنتي عشرة والياً على جيشها. وكان على علمه وفقهه أحد الشجعان. فخرج أسد في عشرة آلاف رجل منهم تسعمائة فارس ... فقال أسد إذ ذاك لزيادة الله: من بعد القضاء، والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الإمارة؟ فقال: لا، ولكني وليتك الإمرة، وهي أشرف، وأبقيت لك اسم القضاء. فأنت أمير، قاض، فخرج إلى صقلية وظفر بكثير منها وتوفي وهو محاصر سرقوسة منها. اهـ

“২১২ হিজরিতে সেনাবাহিনির আমীর হিসেবে সিকিল্লিয়া রওয়ানা হওয়া পর্যন্তই তিনি কাজি ছিলেন। প্রভূত ইলম ও ফিকহের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বীর। আসাদ রহ. দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন, যাদের মধ্যে নয়শো ছিল ঘোড়সওয়ার। ... তখন তিনি যিয়াদাতুল্লাহর কাছে আরজ করেন, এত দিন আমি কাজি ছিলাম। হালাল হারামের ফতোয়া দিতাম। (এখন) আমাকে (এ সম্মানিত পদ থেকে) বরখাস্ত করে আমীর বানাবেন?

তিনি উত্তর দেন, না! বরং আমি আপনাকে আমীর বানাচ্ছি- আর এটি অধিক সম্মানজনক- পাশাপাশি কাজি হিসেবেও বহাল রাখছি। আপনি আমীরও, কাজিও।

এরপর তিনি সিকিল্লিয়া রওয়ানা হন। সেখানকার অনেক এলাকা বিজয় করেন। সারাকুসা (সিকিল্লিয়ার একটা এলাকা) অবরোধ করা অবস্থায় সেখানেই ইন্তেকাল করেন।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৪-৩০৫

আরো বলেন,

وحكى سليمان بن سالم أن أسداً لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفاً. قال الرواي فرأيت أسداً لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفاً. قال الرواي فرأيت أسداً وفي يده اللواء وهو يزمزم وأقبل على قراءة يس، ثم حرض الناس، وحمل وحملوا معه، فهزم الله جموع النصارى، ورأيت أسداً وقد سالت الدماء على قناة اللواء. حتى صار تحت إبطه، ولقد رد يده في بعض تلك الأيام فلم يستطع مما اجتمع من الدم تحت إبطه. اهـ

“সুলাইমান ইবনু সালিম রহ. বর্ণনা করেন, আসাদ রহ. সিকিল্লিয়া সম্রাটের মুখোমুখি হন। তখন সম্রাটের সৈন্য

সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। বর্ণনাকারী বলেন, দেখলাম- দেড় লাখ সৈন্য-সমেত আগত সিকিল্লিয়া সম্রাটের সাথে আসাদ রহ. মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দেখলাম আসাদ রহ. এর হাতে ঝাণ্ডা। গুণগুণ আওয়াজে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে করতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। এরপর তিনি সৈন্যদের (জিহাদে) উৎসাহিত করলেন এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সৈন্যরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো। আল্লাহ তাআলা নাসারা বাহিনিকে পরাজিত করলেন। আসাদ রহ.কে দেখলাম, ঝাণ্ডার হাতল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এমনকি তার বগলের নিচে পর্যন্ত গড়িয়েছে। ঐ সময় এক দিন তিনি হাত নাড়াতে চাইলেন, কিন্তু বগলের নিচে এত রক্ত জমেছিল যে, হাত নাড়াতে পারছিলেন না।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৬

শেষে বলেন,

وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة، من غزوة صقلية، وهو أمير الجيش وقاضيه. سنة ثلاث عشر ومائتين. وقيل أربع عشرة، وقيل سبع عشرة. وقبره ومسجده بصقلية. اهـ

“২১৩/২১৪/২১৭ হিজরিতে তার ওফাত। সিকিল্লিয়া যুদ্ধে সারাকুসা অবরোধকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি বাহিনির আমীর ও কাজি ছিলেন। সিকিল্লিয়াতে তার কবর ও মসজিদ বিদ্যমান।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৯

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: আট. ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)

আট

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১১৮-১৮১হি.)

আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আলমারওয়াজি। শাইখুল ইসলাম। আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস। যামানার অতুলনীয় ইমাম। যুহদ ও তাকওয়ার রাহবার।

তিনি খোরাসানের অধিবাসী। বংশগতভাবে তুর্কি। তার পিতা মুবারক বনু হানযালার এক ব্যবসায়ীর গোলাম ছিলেন। এজন্য ইবনুল মুবারককে আলহানযালি বলা হয়। এক ক্রিতদাসের ঔরসে আল্লাহ তাআলা এ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

তলবে ইলমের উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্তের দেশে সফর করেছেন। হারামাইন শরীফাইন, খোরাসান, শাম, ইরাক, মিশর- কোন দেশই বাকি রাখেননি। বিশেষভাবে আবু হানিফা রহ. এর কাছে ফিকহ ও সুফিয়ান সাওরি রহ. এর কাছে হাদিস পড়েছেন। চার হাজার উস্তাদ থেকে তিনি ইলম শিখেছেন। তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। চার লাখ দিরহাম ছিল তার ব্যবসার মূলধন। যখন সফরে বের হতেন, তখন ব্যবসাও করতেন। মুহাদ্দিসিন, তুলাবা ও ফকির-মিসকিনদের মাঝে অকাতরে দান করতেন। এ উদ্দেশ্যেই মূলত তিনি ব্যবসা করতেন।

তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ রহ. বলেন,

لا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير، إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. اهـ

“আল্লাহ তাআলা যত ভাল গুণ সৃষ্টি করেছেন, তার সবগুলোই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দান করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৮

আব্বাস ইবনু মুসআব রহ. বলেন,

جمع عبد الله الحديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والسخاء، والتجارة، والمحبة عند الفرق. اهـ

“ফিকহ, আরবি ভাষার ব্যুৎপত্তি, ইতিহাস, বীরত্ব, দানশীলতা, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কিছুর সমাহার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর মাঝে ঘটেছে এবং সকল মতাদর্শের লোকের কাছেই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৭

ইবনুল মুবারক রহ. এর কৃতদাস হাসান ইবনু ঈসা রহ. বলেন,

اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى، ومخلد بن الحسين، فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: العلم، والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والزهد، والفصاحة، والشعر، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو، والشجاعة، والفروسية، والقوة، وترك الكلام فيما لا يعنيه، والإنصاف، وقلة الخلاف على أصحابه. اهـ

"ফজল ইবনু মূসা ও মাখলাদ ইবনুল হুসাইনের মতো বিশিষ্ট এক দল আলেম সমবেত হলেন। তারা বললেন, চল! ইবনুল মুবারক রহ. এর মাঝে যেসব ভাল গুণ ছিল, আমরা সেগুলো হিসেব করি। তারা হিসেব করলেন, ইবনুল মুবারক রহ. নিম্নোক্ত সকল গুণের সমাহার ছিলেন: ইলম, ফিকহ, আদব, নাহু, লুগাত, যুহদ, ফাসাহাত, কাব্য, কিয়ামুল লাইল, ইবাদাত, হজ্ব, জিহাদ, বীরত্ব, ফিরাসাত-সুদূর প্রসারি অন্তর্দৃষ্টি, প্রভূত শারীকি শক্তি, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা না বলা এবং যথাসম্ভব সাথী-সঙ্গীদের সাথে মতভেদ না করা।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৬

যাহাবি রহ. বলেন,

أكثر من الترحال والتطواف، وإلى أن مات في طلب العلم، وفي الغزو، وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله، وتجهيزهم معه إلى الحج. اهـ

"মৃত্যু পর্যন্তই দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। তলবে ইলম, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনি ভাইদের পেছনে খরচ করা এবং তাদের জন্য হজ্বের সামগ্রী প্রস্তুত ও ব্যবস্থা করে দেয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৬৫

সর্ব মহলে তিনি এমনই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, আসওয়াদ ইবনু সালিম রহ. এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন,

إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك، فاتهمه على الإسلام. اهـ

"কোন ব্যক্তিকে যদি দেখো যে, সে ইবনুল মুবারকের সমালোচনা করে, তাহলে তার মুসলমান দাবির ব্যাপারে তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৪

জিহাদ ও বীরত্ব

জিহাদের ময়দানে ইবনুল মুবারক রহ. এমনই প্রসিদ্ধ তারকাতুল্য যে, নতুন করে বলার কিছু নেই। ইলম ও জিহাদ উভয় ময়দানেই তিনি ছিলেন ঘোড়সওয়ার। এখানে তার বীরত্বের দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি:

এক.

আবু হাতিম রাজি রহ. এর সূত্রে আবদা ইবনু সুলাইমান আলমারওয়াজি রহ. থেকে যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৪),

كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان، خرج رجل من العدو، فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل، فقتله، ثم آخر، فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البزاز، فخرج إليه رجل، فطارده ساعة، فطعنه، فقتله، فازدحم إليه الناس، فنظرت، فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه، فمددته، فإذا هو هو، فقال:

وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا!!. اهـ

“আমরা রোম সাম্রাজ্যে ইবনুল মুবারক রহ. এর সাথে এক যুদ্ধে গেলাম। শত্রু বাহিনি আমাদের মুখোমুখী হল। উভয় বাহিনি যখন সারিবদ্ধ দাঁড়ালো, তখন শত্রুদের এক যোদ্ধা এসে মুবারাযা (তথা মল্লযুদ্ধ)- এর জন্য আহ্বান করতে লাগল। তখন (মুসলিম বাহিনি থেকে) এক ব্যক্তি তার ডাকে সারা দিয়ে মোকাবেলার জন্য বের হল এবং শত্রুসৈন্যটিকে হত্যা করলো। শত্রু বাহিনির আরেক যোদ্ধা আসল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। (তৃতীয়) আরেক যোদ্ধা আসলো। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। এরপর মুবারাযার জন্য শত্রু বাহিনিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তাদের থেকে এক যোদ্ধা অগ্রসর হল। তার সাথে কিছুক্ষণ মোকাবেলার পর তিনি তাকেও আঘাতে হত্যা করলেন। লোকজন মুসলিম সৈন্যটিকে দেখার জন্য ভীড় করলো। আমিও তাকে দেখার জন্য তাকালাম। দেখি তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক! তিনি জামার আস্তিনের দ্বারা নিজের চেহারা লুকানোর চেষ্টা করছেন। আমি তার আস্তিনের এক পার্শ্ব ধরে টান দিলাম। (এতে চেহারা খোলে গেল এবং) দেখলাম যে, আসলেই তিনি ইবনুল মুবারক ...।”

দুই.

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না রহ. এর সূত্রে যাহাবি রহ. আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৩-৩৮৪),

كنت مع ابن المبارك، ومعتمر بن سليمان بطرسوس، فصاح الناس: النفير. فخرج ابن المبارك، والناس، فلما اصطف الجمعان، خرج رومي، فطلب البراز، فخرج إليه رجل، فشد العلج عليه، فقتله، حتى قتل ستة من المسلمين، وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة، ولا يخرج إليه أحد، فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان! إن قتلت، فافعل كذا وكذا. ثم حرك دابته، وبرز للعلج، فعالج معه ساعة، فقتل العلج، وطلب المبارزة، فبرز له علج آخر، فقتله، حتى قتل ستة علوج، وطلب البراز، فكأنهم كاعوا عنه، فضرب دابته، وطرد بين الصفين، ثم غاب، فلم نشعر بشيء، وإذا أنا به في الموضع الذي كان، فقال لي: يا عبد الله! لئن حدثت بهذا أحدا، وأنا حي، فذكر كلمة. اهـ

"আমরা ইবনুল মুবারক রহ. ও মু'তামির ইবনু সুলাইমান রহ. এর সাথে তরাসুসে ছিলাম। এমন সময় লোকজন চিৎকার করে উঠল, এখনই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে। ইবনুল মুবারক রহ. সহ সকলেই বেরিয়ে পড়লো। উভয় বাহিনি যখন সারিবদ্ধ দাঁড়ালো, এক রোমান সৈন্য এসে

মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগল। মুসলিম বাহিনির এক ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হল। সৈন্যটি তার উপর হামলা করে তাকে শহীদ করে দিল। এভাবে একে একে সে মুসলিম বাহিনির ছয়জন মুজাহিদকে হত্যা করল। এরপর উভয় বাহিনির মাঝখানে গর্বভরে হেঁলে-দুলে ফিরতে লাগল আর মুবারাযার আহ্বান করতে লাগল। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না। এমন সময় ইবনুল মুবারক রহ. আমার দিকে তাকালেন। বললেন, হে অমুক! যদি আমি নিহত হই, তাহলে তুমি এই এই কাজগুলো সম্পাদন করবে। তারপর তিনি তার সওয়ারি হাঁকালেন এবং রোমান সৈন্যটির মোকাবেলায় গেলেন। কিছুক্ষণ মোকাবেলার পর তিনি সৈন্যটিকে হত্যা করলেন এবং মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। এক সৈন্য তার ডাকে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। এভাবে একে একে তিনি ছয়জন সৈন্যকে হত্যা করলেন এবং মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু মনে হল, শত্রু বাহিনির লোকেরা তার মোকাবেলায় আসতে সাহস পাচ্ছে না। এরপর তিনি উভয় বাহিনির মাঝখানে তার সওয়ারি হাঁকালেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি, তিনি আমার পাশে সে স্থানেই উপস্থিত, যেখানে আগে

ছিলেন। আমাকে বললেন, ‘হে আব্দুল্লাহ! আমি জীবিত থাকতে যদি তুমি এ ঘটনা কাউকে বলেছো তাহলে কিন্তু ....’ ... এখানে তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন (যা আমি বলতে চাচ্ছি না)।”

একটি স্বপ্ন

যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال محمد بن الفضيل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم، قلت: الرباط. الأمر الذي كنت فيه :فقلت: أي العمل أفضل؟ قال والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. اهـ

“ফুজাইল ইবনু ইয়াজের পুত্র মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমি ইবনুল মুবারক রহ.কে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি যে কাজটি করতাম সেটি। আমি প্রশ্ন করলাম, রিবাত ও জিহাদ (-এর কথা বলছেন)? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার রব আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

এমন মাফ করেছেন, যার পর আর কোন মাফ হতে পারে না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৯০

কবিতা

‘ইয়া আবিদাল হারামাইন’ নামে ফুজাইল ইবনু ইয়াজের কাছে পাঠানো ইবনুল মুবারকের একটি কবিতার কথা সকলেই জানি। জিহাদ নিয়ে তার আরো একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা আছে। যাহাবি রহ. সেটি উল্লেখ করেছেন (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৮৯),

كيف القرار وكيف يهدأ مسلم ... والمسلمات مع العدو المعتدي

الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد

القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد

ما تستطيع وما لها من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد

“# কিভাবে স্থির থাকা যায়? কিভাবে কোনো মুসলিম প্রশান্তিতে থাকতে পারে? যেখানে মুসলিম নারীরা সীমালঙ্গনকারী শত্রুদের হাতে বন্দী?!

তারা তাদের নবী মুহাম্মাদকে ডেকে ডেকে মুখ চাপড়িয়ে রোনাজারি করে কাঁদছে।

যখন তারা সম্ভ্রমহানির ভয়ে শঙ্কিত, তখন শত আফসোস করে বলছে, হায়! যদি আমাদের জন্মই না হত!

নেই তার কোন শক্তি, নেই কোন উপায়। হাত ঠেকিয়ে ভাই থেকে মুখ লুকানো ছাড়া কিছুই তার করার নেই।”

বি.দ্র.

এতক্ষণ যে আটজনের আলোচনা গেল, তাদের মধ্যে

ইবরাহীম ইবনু আদহাম আলবালখি রহ. (১৬২হি.) এবং ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.) আবু হানিফা রহ. এর শাগরেদ।

শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.) আবু হানিফা, যুফার ও আবু ইউসুফ রাহিমাহুমুল্লাহ সকলের শাগরেদ।

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩হি.) আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর শাগরেদ।

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: নয়. আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)

নয়

আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)

শাইখুল ইসলাম। ইমামু আহলিশ শাম। আবু আমর আব্দুর রহমান ইবনু আমর আলআওয়ায়ি। হাদিস, ফিকহ, ইবাদত-বন্দেগি, সত্যকথনে স্পষ্টবাদিতা: সকল ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ইমাম। আইম্মায়ে আরআবার মতো তিনিও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাযহাবের ইমাম ছিলেন। শাম ও আন্দালুসে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তার মাযহাব প্রচলিত ছিল। পরে তা মিটে যায়।

তার ইলমী মাকাম তুলে ধরতে গিয়ে কোন এক হাফেয বলেন,

وهو في الشاميين نظير معمر لليمانيين، ونظير الثوري للكوفيين، ونظير مالك للمدنيين، ونظير الليث للمصريين، ونظير حماد بن سلمة للبصريين. اهـ

“ইয়ামানবাসীর জন্য যেমন মা’মার, কূফাবাসীর জন্য যেমন সুফিয়ান সাওরি, মদীনাবাসীর জন্য যেমন ইমাম মালেক, মিশরবাসীর জন্য যেমন লাইস ইবনু সাদ এবং বসরাবাসীর জন্য যেমন হাম্মাদ ইবনু সালামা- শামবাসীর জন্য তেমনি আওযায়ি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫৬

রিবাতের ময়দানে আওযায়ি

প্রথমে তিনি ‘আলআওযা’ এলাকায় বাস করতেন। পরে রিবাতের জন্য বৈরুতে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আওযায়ি রহ. নিজেই বলেন,

جئت إلى بيروت أرابط فيها. اهـ

“রিবাতের উদ্দেশ্যে আমি বৈরুতে আসি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫০

যাহাবি রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

كان يسكن بمحلة الأوزاع ... ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. اهـ

“তিনি ‘আলআওযা’ এলাকায় বাস করতেন। ... তারপর রিবাতের উদ্দেশ্যে বৈরুত চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৪২

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

لا خلاف أنه مات ببيروت مرابطا. اهـ

“এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, তিনি বৈরুতে রিবাতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১২৮

সত্য উচ্চারণে দ্ব্যর্থহীন আওযায়ি

উমাইয়া ইবনু ইয়াযিদ রহ. বলেন,

كان قد جمع العبادة، والعلم، والقول بالحق. اهـ

“প্রভূত ইলমের অধিকারী ও ইবাদতগুজার হওয়ার পাশাপাশি আওযায়ি ছিলেন হকের বেলায় স্পষ্টভাষী।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৪৪

জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি জালেম শাসকদের সামনে হক কথা বলেছেন। আওযায়ি রহ. এর জন্ম হয় উমাইয়া আমলে। তার বয়স যখন চল্লিশেরে কোটা পেরিয়েছে, তখন ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীরা উমাইয়াদের পরাজিত করে খেলাফত দখল করে। উমাইয়া খেলাফতের দারুল খিলাফা ছিল শাম। আওযায়ি রহ. শামের অধিবাসী ছিলেন। আবুল আব্বাস সাফফাহ ছিলেন আব্বাসীদের প্রথম খলিফা। তার চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলী শামে উমাইয়াদের কচুকাটা করে। তার সাথে আওযায়ি রহ. এর ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। আওযায়ি রহ. নিজের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন,

بعث عبد الله بن علي إلي فاشتد ذلك علي، وقدمت فدخلت، والناس سماطان، فقال: ما تقول في مخرجنا، وما نحن فيه؟

أصلح الله الأمير قد كان بيني، وبين داود بن علي مودة :قلت
قال: لتخبرني. فتفكرت ثم قلت: لأصدقنه، واستبسلت للموت، ثم
رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال، وبيده قضيب
ينكت به ثم قال: يا عبد الرحمن: ما تقول في قتل أهل هذا
البيت؟ قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن
صلى الله عليه، وسلم- قال: "لا يحل قتل -عائشة عن النبي
المسلم إلا في ثلاث.."، وساق الحديث. فقال: أخبرني عن
الخلافة، وصية لنا من رسول الله -صلى الله عليه، وسلم-؟
فقلت: لو كانت وصية من رسول الله -صلى الله عليه، وسلم- ما
رضي الله عنه- أحدا يتقدمه. قال: فما تقول في -ترك علي
أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام،
فأمرني، فأخرجت. .وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم
اهـ

“আব্দুল্লাহ ইবনু আলী আমাকে হাজির করার জন্য লোক পাঠাল। আমার কাছে বিষয়টা বিপদসংকুল ঠেকল। আমি গেলাম। তার কাছে হাজির হলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, দু’জন সৈন্য দু’বাহুতে ধরে তাকে হাজির করল।) তখন তার সৈন্যরা (অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায়) দু’ সারিতে দাঁড়ানো ছিল।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে উমাইয়াদের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং বর্তমানে আমরা যা করছি, সে ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? (তা কি জিহাদ গণ্য হবে?) ...

আমি কিছুক্ষণ ফিকির করলাম। তারপর মনে মনে বললাম, আমি তার সামনে সত্য কথাই বলবো (যদিও এ কারণে আমার মরণ হয়)। আর আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে আমার মৃত্যুর ভয় লাগছিল। কিন্তু পরে যখন চিন্তা করলাম যে, এক দিন আল্লাহ তাআলার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তখন সত্য সত্য জবাব দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম।) (তার প্রশ্নের জবাবে) আমি এ হাদিসটি বর্ণনা করলাম, 'সকল কর্ম তার নিয়ত অনুযায়ী বিবেচিত হয়ে থাকে'। তার হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুর রহমান! এ পরিবারের (তথা বনী উমাইয়ার) লোকদের হত্যার ব্যাপারে তোমার কি অভিমত?

জবাবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসটি বর্ণনা করলাম, 'তিন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় ...।' (অন্য বর্ণনায় এসেছে,

এ ধরণের নেতিবাচক উত্তরে তিনি রাগে ফুলে উঠছিলেন আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এবার হয়তো আমার মস্তক উড়িয়ে দেয়া হবে।)

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, খেলাফতের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা আমাদের (তথা নবী বংশের লোকদের) জন্য অসিয়ত করে যাননি?

আমি উত্তর দিলাম, যদি অসিয়তই করে যেতেন, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য কাউকে তা গ্রহণ করতে দিতেন না।

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, বনী উমাইয়ার ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? (তা কি আমাদের জন্য হালাল?)

আমি উত্তর দিলাম, যদি তারা তা হালাল পন্থায় অর্জন করে থাকে, তাহলে আপনার জন্য তা হারাম। আর যদি তারা হারাম পন্থায় অর্জন করে থাকে, তাহলে আপনার জন্য তো

এর আগেই হারাম।

(এ ধরণের নেতিবাচক উত্তর শুনে) তিনি আমাকে বের করে দেয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মতো আমাকে বের করে দেয়া হল।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫২

তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হচ্ছিলাম আর প্রতিটি কদমে কদমে মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি আমার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর যাহাবি রহ. বলেন,

قلت: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا، سفاكا للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأزواعي يصدعه بمر الحق كما ترى؛ لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. اهـ

“আমি বলি, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ভয়ানক প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারি

শাসক ছিল। ছিল রক্ত পিপাসু। উদ্যত প্রকৃতির। এরপরও ইমাম আওযায়ী রহ. তার মুখের উপর হকের তিক্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন- যেমনটা তুমি দেখেছো। উলামায়ে সূ-দের মতো আচরণ তিনি করেননি; যারা শাসকরা যত জুলুম-অবিচার করে থাকে, সব কিছুকেই সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের সামনে সদাচাররূপে দেখিয়ে থাকে। বাতিলকে হকরূপে পেশ করে, কিংবা হক বলার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকে। আল্লাহ তাআলা এদের ধ্বংস করুন।”- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৫২

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দশ. ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)

দশ.

ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)

আমাদের সালাফদের মধ্যে যাদের মূল ব্যস্ততা ছিল ইলম, তারাও সর্বদা জিহাদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন, যেন

প্রয়োজন হলেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এর দৃষ্টান্ত ইমাম বুখারি রহ.। যার সারা জীবন হাদিস সাধনায় নিমজ্জিত, তিনিও জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত। ইমাম বুখারি রহ. এর শাগরেদ আবু হাতিম আলওয়াররাক রহ. এর বরাতে খতীব বাগদাদি রহ. বর্ণনা করেন,

كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانا ... ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقت له: يا أبا عبد الله سمعتك تقول يوما إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. اهـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، 2/332-333

“যখন আবু আব্দুল্লাহ (বুখারি রহ.) এর সাথে সফরে থাকতাম, তখন আমি আর তিনি একই ঘরে থাকতাম। তবে বেশি গরম পড়লে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হত। ... একদিন দেখলাম, তিনি উপর দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এ সময় আমরা ফিরাবরাতে ছিলাম। আমাদের মগ্নতা ছিল

কিতাবুত তাফসির রচনা। অত্যধিক পরিমাণে হাদিস তাখরিজ করার কারণে সেদিন তিনি ক্লান্ত ছিলেন। এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু আব্দুল্লাহ! একদিন শুনেছিলাম আপনি বলেছিলেন, ‘যে দিন থেকে আমার বুঝ হয়েছে, সেদিন থেকে কখনও না বুঝে ইলম ছাড়াই কোন কাজ করিনি’। আপনি যে এভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, এটা আপনি কি বুঝে করছেন? তিনি উত্তর দেন, আজ আমরা অনেক ক্লান্ত। আর এ এলাকাটা হচ্ছে সীমান্ত এলাকা। ভয় হচ্ছে, কাফেরদের থেকে কোন অঘটন ঘটতে পারে। এজন্য একটু বিশ্রাম নিয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছি। যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে প্রফুল্লতার সাথে লড়তে পারবো।”- তারিখে বাগদাদ ২/৩৩২-৩৩৩

শাগরেদের প্রশ্ন জেগেছিল, এভাবে শুয়ে থাকা কি কোন কাজের কাজ? বুঝা গেল, এভাবে শুয়ে থাকা ইমাম বুখারির অভ্যাস ছিল না। তবে আজ যেহেতু কাফেরদের থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন, যেন লড়াইয়ের সময় ক্লান্তি না আসে।

এ হলেন ইমাম বুখারি। রিবাতের ভূমিতে বসে তিনি বুখারি শরীফ লিখেছেন। প্রয়োজনের সময় জিহাদের সংকল্পও করেছেন। আর স্পষ্ট যে, পূর্ব থেকে যথার্থ ট্রেনিং না থাকলে প্রথম দিনই যুদ্ধ করা যায় না। তাই স্পষ্ট এটাই যে, তিনি আগে থেকেই জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। অশ্ব চালনা, তীরন্দাজি, বর্শা ও তলোয়ার চালনা: সব কিছুরই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছেন, যেন প্রয়োজনের সময় ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এবার আমাদের সমাজে যারা বুখারি শরিফ পড়িয়ে শাইখুল হাদিস হচ্ছেন, বুখারি শরীফের জিহাদের হাদিসগুলোকে যারা অপব্যাখ্যা করে উম্মাহকে জিহাদ-বিমুখ করছেন, কিংবা অন্তত গোপন করে কিতমানে ইলম করছেন, চিন্তা করুন! এজন্যই কি ইমাম বুখারি কিতাব লিখেছেন রিবাতের ময়দানে বসে?

এগার.

মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন রহ. (১১০হি.)

৭২ হিজরির আলোচনায় আহনাফ ইবনু কায়স রহ. এর জীবনীতে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

قال الحاكم: وهو الذي افتتح مروالروذ، وكان الحسن وابن سيرين في جيشه. اهـ البداية والنهاية ط. إحياء التراث 8\360

“হাকেম রহ. বলেন, তিনিই হলেন সেই বীর যিনি মারওয়াররুজ বিজয় করেছেন। হাসান (বসরী) রহ. এবং ইবনে সীরিন রহ. সে বাহিনিতে ছিলেন।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/৩৬০

***

বার.

ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (৯৬ হি.)

ফিকহ ও হাদিসের সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখেন এমন যে কেউ ইবরাহীম নাখায়ী রহ.কে চেনেন। ইমাম হরব আলকিরমানী রহ. (২৮০ হি.) আবু ইসহাক আলফাজারি রহ. এর সূত্রে আ'মাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

كان عبد الرحمن بن يزيد، وأبو حذيفة، وإبراهيم النخعي، وعمار بن عمير يغزون في أمرة الحجاج، قلت: أين كانوا يغزون؟ قال: خراسان، والديلم، وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفون فيه ويعجبهم. اهـ
مسائل حرب الكرماني (280هـ): 3\1061

"আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ, আবু হুজায়ফা, ইবরাহীম নাখায়ী, আম্মার ইবনু উমায়র রাহিমাহুমুল্লাহ- এরা সকলেই হাজ্জাজের শাসনকালে জিহাদ করতেন। (আবু ইসহাক আলফাজারি রহ. বলেন) আমি (আ'মাশ রহ.কে) জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায় জিহাদ করতেন? তিনি উত্তর দেন, 'খোরাসান ও দাইলামসহ বিভিন্ন এলাকায়'। উপস্থিত এক লোক জিজ্ঞেস করল, তাদেরকে কি জিহাদে যেতে বাধ্য করা হতো? তিনি উত্তর দেন, না! তারা স্বতস্ফূর্তভাবেই করতেন এবং এটি তাদের পছন্দের বিষয় ছিল।"- মাসায়িলু হরব আলকিরমানী ৩/১০৬১

হাজ্জাজ অত্যন্ত ভয়ানক প্রকৃতির জালেম শাসক ছিল। সকলেই তাকে ঘৃণা করত। এতদসত্ত্বেও আইম্মায়ে দ্বীন তাকে আমীর মেনে তার নেতৃত্বে জিহাদ করতেন। হাজ্জাজ অনেকেকে জোর করে জিহাদে পাঠাতো। কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর মতো ইমামগণ জিহাদের আকর্ষণে স্বেচ্ছায়ই জিহাদ করতেন। জোর করতে হতো না। বুঝা গেল, জিহাদের আমীর ফাসেক হলেও অসুবিধা নেই। আজ যারা মুজাহিদদের সামান্য ভুল-ত্রুটি দেখলেই সমালোচনার ঝড় তুলেন, তাদের এ বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিৎ।

***

তের.

ইমাম নাসায়ী রহ. (৩০৩ হি.)

সিহাহ সিত্তার অন্যতম কিতাব নাসায়ী শরীফের সংকলক। হাদিসের জগতে নাসায়ী শরীফ এবং ইমাম নাসায়ী রহ. এর মান সম্পর্কে সকলে অবগত। ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

قال ابن المظفّر الحافظ: سمعتهم بمصر يصفون اجتهاد النّسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر، فوصف من شهامته وإقامته السّنن في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس الأمير. اهـ شذرات الذهب 4\15-16

“হাফেয ইবনুল মুজাফফার রহ. বলেন, মিশরে উলামা-সাধারণ থেকে শুনলাম, তারা ইমাম নাসায়ীর গুণ-গান গাইছেন যে, তিনি রাত-দিনে অত্যধিক পরিমাণে ইবাদতে মশগুল থাকেন। এও শুনলাম যে, তিনি মিশরের আমীরের সাথে জিহাদে গিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, নাসায়ী রহ. জিহাদের ময়দানে নিজের বাহাদুরির প্রমাণ দিয়েছেন। মুসলিম বন্দীদের মুক্তির শরয়ী সুন্নত কায়েম করেছেন। সব কিছু সত্ত্বেও সতর্কতার সাথে আমীরের দরবার থেকে দূরে দূরে থেকেছেন।”- শাযারাতুয যাহাব ৪/১৫-১৬

***

চৌদ্দ.

আবু ইসহাক আলফাযারি রহ. (১৮৬হি.)

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর সমসাময়িক এবং তার সমমানের ইমাম। উভয়ই জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুজাহিদ। কোন কোন সময় উভয়ে একই ভূমিতে রিবাতে মিলিত হতেন। তখনকার সময় মাসসিসাহ ছিল ভীতি সংকুল রিবাতের ভূমি। এখানে প্রায়ই রোমানদের সাথে যুদ্ধ বাঁধত। ইমাম ফাযারি রহ. এ ভূমিকেই নিজের রিবাতের স্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। এখানেই আবাসস্থল গড়েন করেন। শেষে এখানেই ইন্তেকাল করেন।

যাহাবি রহ. তার আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন,

أبو إسحاق الفزاري: الإمام، الكبير، الحافظ، المجاهد. اهـ

“বড় ইমাম, হাফেয ও মুজাহিদ আবু ইসহাক ফাযারি রহ.।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৪৭২

১৮৫ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

فيها، وقيل: في التي تليها، توفي الإمام الغازي القدوة أبو إسحاق الفزاريّ إبراهيم بن محمّد بن الحارث الكوفيّ نزيل ثغر المصّيصة. اهـ

“এ বছর কিংবা মতান্তরে পরের বছর অনুসৃত ইমাম ও গাজি আবু ইসহাক ফাযারি রহ. ইন্তেকাল করেন, যিনি (নিজ ভূমি কূফা ছেড়ে) সীমান্তভূমি মাসসিসাকে আবাসস্থলরূপে গ্রহণ করেছিলেন।”- শাযারাতুয যাহাব ২/৩৮৩

আরো বলেন,

كان إماما، قانتا، مجاهدا، مرابطا، آمرا بالمعروف، إذا رأى بالثغر مبتدعا أخرجه. اهـ

“তিনি একাধারে ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহর অনুগত বান্দা। মুজাহিদ। মুরাবিত। সৎ কাজের আদেশদাতা। সীমান্তে কোন বিদআতিকে দেখলে বের করে দিতেন।”- শাযারাতুয যাহাব ২/৩৮৩

যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

وقال أحمد العجلي: كان ثقة، صاحب سنة، صالحا، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. اهـ

“আহমাদ আলইজলি রহ. বলেন, ফাযারি রহ. ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম। সুন্নাহর অনুসারি নেককার ব্যক্তি। তিনিই সীমান্তবাসীদের শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৎ কাজে আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। সীমান্তে কোন বিদআতি প্রবেশ করলে বের করে দিতেন। তিনি হাদিসের প্রভূত জ্ঞান রাখতেন। ফিকহেও দক্ষতা ছিল।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৪৭৩

ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রহ. অনেক সময় শুধু ফাযারি রহ.কে দেখার জন্য মাসসিসায় যেতে পাগলপারা হয়ে উঠতেন।

ফাযারি রহ. মুজাহিদ ও মুরাবিতদের প্রয়োজনে জিহাদের উপর একটি বিখ্যাত কিতাবও লিখেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন,

لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. اهـ

"জিহাদের উপর আবু ইসহাক রহ. এর কিতাবের মতো কিতাব আর কেউ লিখতে পারেনি।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৪৭৩

***

পনের.

আলী ইবনু খাশরাম রহ. (২৫৭ হি.)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদিসের ইমাম। ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযি নিজ সনদে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ যাহেদ বিশরে হাফির ভাগ্নে।

সহীহ বুখারির রাবি ফিরাবরি রহ. (৩২০ হি.) এর আলোচনায় যাহাবি রহ. বলেন,

المحدث، الثقة، العالم، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، راوي (الجامع الصحيح) عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين. وسمع أيضا من علي بن خشرم لما قدم فربر مرابطا. اهـ

"আবু আব্দুল্লাহ আলফিরাবরি। ইমাম বুখারি থেকে জামে সহীহ (বুখারি) এর বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারি থেকে তিনি ফিরাবরায় সহীহ বুখারি দুইবার শুনেছেন। এছাড়া আলী ইবনু খাশরাম থেকেও হাদিস শুনেছেন, যখন আলী ইবনু খাশরাম রিবাতের উদ্দেশ্যে ফিরাবরায় এসেছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা

১১/৩৫১

বুঝা গেল, আলী ইবনু খাশরাম রহ. ফিরাবরায় রিবাতে গিয়েছেন।

***

ষোল.

শাকিক ইবনু সালামা আবু ওয়ায়িল আলকূফি (৮২ হি.)

মুখাদরাম তাবিয়ি। জাহিলি যামানা পেয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের যামানা পেয়েছেন, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সুযোগ হয়নি। সিহাহ সিত্তার সকলেই তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আসিম ইবনু বাহদালা রহ. বলেন,

كان لأبي وائل -رحمه الله- خص من قصب، يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه، وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. اهـ

“আবু ওয়ায়িল রহ. এর একটি বাঁশের কুড়েঘর ছিল, যেখানে তিনি তার ঘোড়া নিয়ে থাকতেন। যখন জিহাদে যেতেন, কুড়েঘরটি ভেঙ্গে সাদাকা করে দিতেন। জিহাদ থেকে যখন ফিরে আসতেন, নতুন করে বানিয়ে নিতেন।”– সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৫/৯০

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৭. আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.)

সতের.

আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.)

হাফিজুল হাদিস। কূফার অধিবাসী। বিশিষ্ট তাবিয়ি। সর্বজন স্বীকৃত হাদিসের ইমাম। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের ২/৩ বছর বাকি থাকতে তার জন্ম। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। বলা হয়, আটত্রিশ জন সাহাবিসহ চারশত শায়খের কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন। ইবনু সিরিন, শুবা, যুহরি, কাতাদা, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তার শাগরেদ।

সিহাহ সিত্তার সকলে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবি রহ. বলেন,

غزا الروم في دولة معاوية. اهـ

“মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/১২২

সাবিয়ি রহ. নিজেই বলেন,

غزوت في زمن زياد -يعني: ابن أبيه- ست غزوات، أو سبع غزوات. اهـ

“যিয়াদ রহ. গভর্নর থাকাকালে আমি ছয়/সাতটি জিহাদে শরীক হয়েছি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/১২৩

উল্লেখ্য, যিয়াদ রহ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহুর পক্ষ থেকে কূফার গভর্নর ছিলেন।

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৮. আমর ইবনু মারযুক্ব আলবাসরী রহ. (২২৪হি.)

আটার.

আমর ইবনু মারযুক্ব আলবাসরী রহ. (২২৪হি.)

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ। শু'বা, হাম্মাদ ইবনু যায়দ, হাম্মাদ ইবনু সালামা প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশিষ্ট মুজাহিদ ছিলেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন,

كان عمرو صاحب غزو وخير. اهـ

"আমর রহ. মুজাহিদ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৫৭

মুসলিম ইবনু ইব্রাহিম রহ. বলেন,

كان عمرو رجلا غزاء يغزو في البحر. اهـ

"আমর (ইবনু মারযুক্ব) রহ. মুজাহিদ ছিলেন। সমুদ্রপথে জিহাদ করতেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৫৬

উল্লেখ্য, সমুদ্রপথে জিহাদের সওয়াব স্থল জিহাদের চেয়ে বেশি। কারণ, সমুদ্র-জিহাদ অধিকতর ভীতিসংকুল। হাদিসে এসেছে,

المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين - سنن ابي داود، رقم: 2493؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، قال الأرنؤوط: أسناده حسن. اهـ

"সমূদ্রপথে যার মাথা ঘুরে বমি এসে যায় সে এক শহীদের সওয়াব পাবে। আর যে ডুবে মারা যাবে সে দুই শহীদের সওয়াব পাবে।"- সুনানে আবু দাউদ ২৪৯৩

উনিশ.

হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (১৩২ হি.)

তিনি ইয়ামানের রাজধানী সানআর অধিবাসী। সহিফায়ে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহের জন্য প্রসিদ্ধ, যাতে একশো চল্লিশটির মতো হাদিস আছে, যেগুলো তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছেন। মুসলিম শরীফে হাম্মাম সূত্রে এ সহিফার হাদিস বর্ণিত আছে। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال أحمد بن حنبل: كان يغزو. اهـ

“ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন, হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ রহ. জিহাদ করতেন।”- **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৮**

***

বিশ.

আবু বকর আলমারওয়াযি রহ. (২৭৫ হি.)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর সবচেয়ে যোগ্য ও প্রিয় শাগরেদ। আহমাদ রহ. তাকে সবার উপর প্রাধান্য দিতেন। মৃত্যুর পর তিনিই আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর চক্ষু বন্ধ করেছেন এবং তিনিই গোসল দিয়েছেন। আহমাদ রহ. থেকে তিনি অসংখ্য মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উপর হাম্বলী মাযহাবের একটা বড় অংশের ভিত্তি।

মারওয়াযি রহ. এর যোগ্য শাগরেদ আবু বকর খাল্লাল (৩১১ হি.), যিনি আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ একত্রিত করে সর্বপ্রথম হাম্বলী মাযহাবকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

খাল্লাল রহ. (৩১১ হি.) বলেন,

خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء، فجعل يردهم فلا يرجعون. قال: فحزروا فإذا هم بسامراء، سوى من رجع، نحو خمسين ألفا. اهـ

“একবার আবু বকর (মারওয়াযি) রহ. জিহাদে রওয়ানা হলেন। তাকে বিদায় জানাতে বাগদাদ থেকে সামেরা পর্যন্ত অগণিত লোকের ভিড় হল। তিনি ফিরে যেতে বললেও লোকজন ফিরে আসছিল না। সামেরায় গিয়ে আন্দাজ করা হল, এখনো যারা যারা রয়ে গেছে, তাদের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজারের মতো।”– সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩১৫

***

আল্লাহু আকবার জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২১. বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.)

একুশ.

বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.)

শাইখুল ইসলাম। হাফিজুল হাদিস। আবু আব্দুর রহমান বাকি ইবনু মাখলাদ আলআন্দালুসি আলকুরতুবি। তিনি আমাদের হারানো গৌরব স্পেনের ইমাম।

দুইশো হিজরির দিকে জন্ম। প্রথমে আন্দালুসে ইলম অর্জন শুরু করেন। তারপর জন্য বাহিরে পাড়ি জমান। হারামাইন শরিফাইন, ইরাক, শাম ও মিশরসহ দূর-দূরান্ত সফর করেন। অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর কাছেও এসেছিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে আহমাদ রহ. ততদিনে হাদিস বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই আহমাদ রহ. এর কাছ থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে অনেক মাসায়েল ও ফাওয়ায়েদ অর্জন করেন।

আন্দালুসে তিনিই সর্বপ্রথম মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা নিয়ে যান। এছাড়াও আরো বেশ কিছু মূল্যবান ইলমী গ্রন্থ তিনি আন্দালুসে নিয়ে যান। তার মাধ্যমে আন্দালুসে হাদিসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

যাহাবি রহ. (৭৪৮হি.) বলেন,

وعني بهذا الشأن عناية لا مزيد عليها، وأدخل جزيرة الأندلس علما جما، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث. اهـ

“হাদিস অধ্যয়নে তিনি এমনই মনোনিবেশ করেন যে, এর চেয়ে বেশি আর সম্ভব নয়। আন্দালুস দ্বীপে তিনি প্রভূত ইলমের সমাগম ঘটান। তার এবং মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াদদাহ এর মাধ্যমেই মূলত উক্ত অঞ্চল হাদিসের ভূমিতে পরিণত হয়।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩৭৮

তিনি আফ্রিকায় মালিকি মাযহাবের ইমাম সুহনূন রহ. এর কাছে ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। হাদিস ও ফিকহে ইজতিহাদের দরজায় উন্নীত হন। তাই নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের পাবন্দী করতেন না। সরাসরি কুরআন সুন্নাহ থেকে ফতোয়া দিতেন।

যাহাবি রহ. বলেন,

وكان إماما مجتهدا صالحا، ربانيا صادقا مخلصا، رأسا في العلم والعمل، عديم المثل، منقطع القرين، يفتي بالأثر، ولا يقلد أحدا. اهـ

“তিনি একজন নেকার মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। সাদিক ও মুখলিস আলেমে রব্বানী ছিলেন। ইলম ও আমল উভয়

ময়দানের শাহসওয়ার ছিলেন। এমন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার কোন দৃষ্টান্ত মেলা ভার। হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। কারো তাকলিদ করতেন না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩৭৯

তিনি যখন কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দিতে শুরু করেন, তখন আন্দালুসের প্রচলিত আলেমরা তার বিরোধীতায় উঠে-পড়ে লাগে। তাকে বিদআতি এমনকি যিন্দিক আখ্যা দেয়। সুলতানের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। প্রচলিত আলেমদের একমাত্র সম্বল ছিল মালিকি মাযহাব আর ফিকহের কিছু কিতাবাদি। কুরআন-হাদিসের সাথে তাদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি যখন কুরআন হাদিস মতে ফতোয়া দিতে শুরু করেন, সেগুলো অনেক সময় তাদের মাযহাব এবং প্রচলিত মাসআলার বিরুদ্ধে চলে যেতো। ফলে তারা তাকে গোমরাহ ও বিদআতি মনে করতে থাকে। আন্দালুসের তখনকার সুলতান ছিলেন উমাইয়া শাসক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান। তিনি নিজে বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন। ইলমের প্রতি তার মোহব্বাতও ছিল

যথেষ্ট। তিনি যাছাই করে দেখলেন যে, প্রচলিত আলেমদের দাবি সত্য নয়। তিনি তাদের দাবি প্রত্যাখান করে দেন এবং বাকি রহ.কে হাদিস ও ইলমের প্রচার প্রসারে উৎসাহ দেন। এভাবে আস্তে আস্তে আন্দালুস ভূমিতে হাদিসের বিস্তার হতে থাকে। **(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮০-৩৮১)**

♣ গ্রন্থাদি

তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তবে দু'টি গ্রন্থ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। একটি তাফসিরে কুরআন, আরেকটি হাদিস গ্রন্থ।

ইবনু হাযম রহ. (৪৫৬হি.) তাফসির গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل (تفسير) بقي، لا (تفسير) محمد بن جرير، ولا غيره . اهـ

“একথা অকাট্য সত্য যে, বাকি রহ. এর তাফসিরের সমকক্ষ তাফসির ইসলামে দ্বিতীয়টি লিখা হয়নি। তাফসিরে ইবনে জারিরও না, অন্য কোন তাফসিরও না।”- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৭৯

তাফসিরে ইবনে জারির ত্ববারি সম্পর্কে আশাকরি আমরা সকলে কমবেশ জানি। এটি একটি নজীরবিহীন তাফসির। ইবনে হাযম রহ. এর মতে বাকি ইবনু মাখলাদের তাফসিরের মান এরও উর্ধ্বে।

হাদিস গ্রন্থটি মুসনাদে বাকি ইবনু মাখলাদ নামে পরিচিত। এটি মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বলের সমমানের মানের কিতাব। অবশ্য মুসনাদে আহমাদের চেয়ে অতিরিক্ত একটি ফায়েদা এ কিতাবে আছে। তা হলো, তিনি শুধু হাদিস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রত্যেক সাহাবির হাদিস ফিকহের অধ্যায় অনুপাতে বিন্যস্ত করেছেন।

ইবনে হাযম রহ. বলেন,

(مسند) بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله. اهـ

“মুসনাদে বাকিতে তেরোশোরও বেশি সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক সাহাবির হাদিস ফিকহের আবওয়াব অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য গ্রন্থটি একই

সাথে মুসনাদ ও মুসান্নাফ। তার আগে এই মর্যাদা আর কারো অর্জন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩৮১

♣ কারামত

তিনি মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪হি.) তার একটি কারামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وكان مع ذلك رجلا صلاحا عابدا زاهدا مجاب الدعوة، جاءته امرأة فقالت: إن ابني قد أسرته الإفرنج، وإني لا أنام الليل من شوقي إليه، ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه، فإن رأيت أن تشير على أحد يأخذها لاسعى في فكاكه بثمنها، فليس يقر لي ليل ولا نهار، ولا أجد نوما ولا صبرا ولا قرارا ولا راحة.

فقال: نعم انصرفي حتى أنظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عز وجل لولدها بالخلاص من أيدي الفرنج، فذهبت المرأة فما كان إلا قليلا حتى جاءت الشيخ وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله. فقال: كيف كان

أمرك؟ فقال: إني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود، فبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: لم أزلت القيد من رجليك؟ فقلت: لا والله ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به، فجاؤوا بالحداد فأعادوه

وأجادوه وشدوا مسماره وأيدوه، ثم قمت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا، فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك، فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم، فقالوا: إنها قد دعت لك وقد استجيب دعاؤها، أطلقوه. فأطلقوني وخفروني حتى وصلت إلى بلاد الإسلام.
فسأله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد من رجليه، فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له ففرج عنه. اهـ

"(প্রভূত ইলমের অধিকারী হওয়ার) পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন নেককার, আবেদ, যাহেদ ও মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ব্যক্তি। কুশায়রি রহ. (তার একটি কারামত) উল্লেখ করেছেন যে, একবার এক মহিলা এসে তার কাছে আরজ করল, আমার ছেলেকে ফরাসীরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। ছেলে হারানোর ব্যথায় আমি রাত্রে ঘুমাতে পারছি না। আমার ছোট্ট একটি কুটির আছে। ছেলেকে ছাড়ানোর জন্য আমি এটি বিক্রি করতে চাচ্ছি। আপনি যদি কাউকে এটি ক্রয় করার পরামর্শ দিতেন, যাতে আমি এর মূল্য নিয়ে ছেলেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারি- তাহলে অনেক ভাল হত। দিন-রাত কখনোও আমি প্রশান্তি পাচ্ছি না। আমার ঘুম আসে না। আমি সবর করতে পারছি না। আমি স্থির হতে পারছি না। আমার কোন শান্তি নেই।

তিনি উত্তর দিলেন, ঠিক আছে। তুমি যাও। ইনশাআল্লাহ আমি কিছু করতে পারি কি’না দেখি। এরপর শায়খ মাথা নিচু করলেন। ঠোঁট নাড়িয়ে আল্লাহর কাছে ছেলেকে ফরাসীদের হাত থেকে মুক্ত করে দেয়ার দোয়া করতে লাগলেন। মহিলা চলে গেল।

অল্প (ক’দিন) পরেই মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে শায়খের কাছে হাজির হল। এসে আরজ করল, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর রহম করুন! এর কাহিনিটা একটু শুনুন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি কাহিনি ঘটলো তোমার?

ছেলে উত্তর দিল, আমি ঐসব বন্দীদের মধ্যে ছিলাম যারা বাদশার খেদমত করতো। আমাদের শিকল পরিয়ে রাখা হত। একদিন (কাজের সময়) আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ পা থেকে আমার শিকল খুলে পড়ে গেল। আমার পেছনে নিযুক্ত সৈন্যটি আমাকে গালি দিয়ে বললো, অ্যাই! শিকল খুলেছিস কেন? আমি উত্তর দিলাম, ‘না! আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শিকল এমনি এমনি খোলে গেলে। আমি

কিছুই বুঝতে পারিনি’। তারা শিকলওয়ালাকে ডেকে এনে পুনর্বার শিকল পরালো। ভাল করে লাগাল। পিনগুলো শক্ত করে লাগাল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পরক্ষণে আবার খুলে গেল। তারা আবার লাগাল। আবার খুলে গেল। অবস্থা দেখে তারা তাদের আলেমদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। আলেমরা জানতে চাইল, এর কি মা আছে? আমি বললাম, ‘হ্যাঁ! আমার মা আছে’। তারা বলল, তোর মা তোর জন্য দোয়া করেছে এবং দোয়া কবুল হয়েছে। তোমরা একে ছেড়ে দাও। তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। পথ খরচও দিয়ে দেয়। এভাবে আমি মুসলিম ভূমিতে পৌঁছে যাই।

বাকি রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন্ সময়টাতে তার বেড়ি খুলে পড়েছিল? মিলিয়ে দেখা হল, ঠিক ঐ সময়ে, যখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। তার দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্ত করে দেন।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১১/৬৬

♣ দু’টি মুনকার বর্ণনা

অনেকে বাকি রহ. এর ব্যাপারে বলে থাকেন যে, তিনি

ভিক্ষুকের বেশে আহমাদ রহ. এর কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন। যাহাবি রহ. এ বর্ণনাকে মুনকার তথা ভিত্তিহীন বলেছেন।

তেমনিভাবে বলা হয়ে থাকে যে, খিযির আলাইহিস সালামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। এ বর্ণনাকে তিনি আগেরটার চেয়েও বেশি মুনকার বলেছেন। অতএব, বর্ণনা দু'টি ভিত্তিহীন।

♣ জিহাদে বাকি ইবনু মাখলাদ রহ.

যাহাবি রহ. বলেন,

ومن مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله، يقال: شهد سبعين غزوة. اهـ

"তার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, তিনি আল্লাহর রাস্তার একজন বড় মাপের মুজাহিদ ছিলেন। সত্তরেরও বেশি জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮৪

আরো বর্ণনা করেন,

كان بقي يختم القرآن كل ليلة، في ثلاث عشرة ركعة، وكان وكان كثير الجهاد، .يصلي بالنهار مائة ركعة، ويصوم الدهر فاضلا، يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. اهـ

"বাকি রহ. প্রতি রাত্রে তেরো রাকাআতে কুরআনে কারীম এক খতম করতেন। দিনে একশো রাকাআত নফল পড়তেন। আজীবন রোযা রাখতেন। অনেক বেশি জিহাদ করতেন। মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বাহাত্তরটি জিহাদে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮২

আজ যারা আমরা ইলম নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে, সারা দিনে দু'চার রাকাআত নফলেরও সুযোগ মিলে না; সারা মাসেও এক খতম কুরআনের সৌভাগ্যও হয় না; আর জিহাদের কথা তো বলাই বাহুল্য: তাদের উচিৎ আমাদের পূর্বসূরি ইমামদের জীবনীর দিকে একটু নজর দেয়া। কিভাবে তাদের জীবনে ইলম, ইবাদত, যুহদ ও জিহাদ সবকিছুর সমাহার ঘটেছিল?

একটু ফিকির করা উচিৎ। হে আল্লাহ! পূর্বসূরিদের পথে চলার তাওফিক আমাদের দাও।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২২. মানসূর ইবনুল মু'তামির রহ. (১৩৩ হি.)

বাইশ.

মানসূর ইবনুল মু'তামির রহ. (১৩৩ হি.)

হাফিজুল হাদিস। কূফার অধিবাসী। হাদিসের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম। ইব্রাহিম নাখায়ী, শা'বি, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু জুবাইরসহ অসংখ্য হাদিসের ইমামের কাছে হাদিস পড়েছেন। আইয়্যুব আসসাখতিয়ানি, আ'মাশ, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, মা'মার ইবনু রাশিদ, ইব্রাহিম ইবনু আদহাম, ফুজাইল ইবনু ইয়াজ প্রমুখ স্বনামধন্য মুহাদ্দিস তার কাছে হাদিস পড়েছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রহ. বলেন,

لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. اهـ

“কূফায় মানসূর রহ. এর চেয়ে বড় কোন হাদিসের হাফেয ছিল না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/১২৯

তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিবেশি মহিলার ছেলে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আম্মু! মানসূর সাহেবের বাড়ির ছাদে যে কাঠের খণ্ডটা দেখতাম সেটা তো দেখছি না? মা উত্তর দেন, আসলে এটা কাঠ ছিল না। মানসূর সাহেব নিজেই ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

অর্থাৎ তিনি এমনই একনিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, বাহির থেকে দেখলে কোন পিলার দাড়িয়ে আছে মনে হতো।

চল্লিশ বছর যাবত তিনি দিনে রোজা রেখেছেন, রাত্রে ইবাদত করেছেন। এত বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়দ বিন আলী রহ. যখন বিদ্রোহ করেন, তখন তিনিও বিদ্রোহে শরীক ছিলেন। **১২১ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,**

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين، رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ...
وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، وابن شبرمة، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

“এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম *কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ...

তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু'তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাযি হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। আবু হানিফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)।”- শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০

এছাড়া তিনি রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরার দায়িত্বও পালন করতেন। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال سفيان بن عيينة: كان منصور في الديوان فكان إذا دارت نوبته لبس ثيابه وذهب فحرس يعني في الرباط. اهـ

“সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় মানসূর রহ.ও লিস্টিভুক্ত ছিলেন। তার পালা যখন আসতো, কাপড় পরিধান করে পাহাড়া দিতে চলে যেতেন।”- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১৩২

***

তেইশ.

ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬২০ হি.)

শাইখুল ইসলাম মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা। **‘মুগনি’** প্রণেতা হিসেবে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে মুগনির মতো কিতাব নেই বললেই চলে।

আমরা ইবনু কুদামা রহ. এর শুধু ইলমী যিন্দেগিটাই জানি। কিন্তু তিনিও একজন মুজাহিদ ছিলেন তা আমাদের কল্পনায় আসে না। হাফেয জিয়া উদ্দীন মাকদিসি রহ. বলেন,

سمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه، وكان يرامي العدو. اهـ

“শায়খ বাহা ইবনু কুদামার পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি একজন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনু

কুদামা শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতেন। একবার হাতে আঘাতও পেয়েছেন। তিনি শত্রুর সাথে তীরন্দাজিও করতেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/১৫২

বুঝা গেল,

- তিনি বীর ছিলেন।

- জিহাদ করতেন।

- ময়দানে সম্মুখভাগে থাকতেন এবং শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতেন।

- শত্রুর সাথে তীরন্দাজি করতেন।

- আঘাতও পেয়েছেন।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৪.শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.)

চব্বিশ.

শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.)

তিনি ‘আলমুগনি’ প্রণেতা মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা রহ. (৬২০ হি.) এর বড় ভাই। তারা মূলত নাবুলুসে ছিলেন। ফরাসিরা তা দখল করে নেয়ার পর হিজরত করে দিমাশকে চলে আসেন। বিশিষ্ট ক্বারী, মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। বিশিষ্ট নেককার ও ইবাদাতগুজার বুযুর্গ ছিলেন। মুগনি প্রণেতাকে মূলত তিনিই লালনপালন করেছেন। প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনাকরে অগ্রগণ্য ছিলেন। কোন অন্যায় দেখলেই প্রতিহত করতেন। যখনই কোন জিহাদি কাফেলা রওয়ানা হতো, বেরিয়ে পড়তেন। এমন খুব কমই হতো যে, কাফেলা জিহাদে রওয়ানা হয়েছে আর তিনি তাতে শরীক হননি।

যাহাবি রহ. বলেন,

كان يكثر الصيام، ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها، ولا مريض إلا عاده، ولا جهاد إلا خرج فيه. اهـ

“অত্যধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। কোনো জানাযার কথা শুনলেই তাতে শরীক হতেন। কেউ অসুস্থ জানতে পারলেই দেখতে যেতেন। কোনো জিহাদি কাফেলা রওয়ানা হলেই তাতে বেরিয়ে পড়তেন।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/৫৯

মুগনি গ্রন্থকার বলেন,

كان قلما يتخلف عن غزاة. اهـ

“এমন খুব কমই হতো যে, কোনো জিহাদি কাফেলা বের হয়েছে আর তিনি তাতে শরীক হননি।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/৫৯

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৫. উয়াইস আলকারানি

পঁচিশ

উয়াইস আলকারানি আলইয়ামানি

খায়রুত তাবিয়িন। সর্বজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। একজন বুযুর্গ হিসেবে মোটামুটি সকলে তাকে চেনেন। জনসাধারণ বিকৃত

উচ্চারণে **‘ওয়াস করনি’** নামে চেনে। বিদআতি বক্তারা গজলও গেয়ে থাকে: **‘নবীর প্রেমে ওয়াস করনি দন্ত দেয় ফেলে ...।’** অবশ্য দন্ত ফেলে দেয়ার ঘটনা সহীহ নয়। দন্ত কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। নষ্ট করা হারাম।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم -صحيح مسلم، رقم: 6655؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت

“সর্বশ্রেষ্ট তাবিয়ি হলো উয়াইস নামে এক ব্যক্তি। তার মা আছে। তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল। তোমরা তার কাছে আবেদন করবে, সে যেন তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে।” –সহীহ মুসলিম ৬৬৫৫

অন্য হাদিসে এসেছে,

يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل-

صحيح مسلم، رقم: 6656؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الآفاق الجديدة - بيروت

“ইসলামের সাহায্যার্থে ইয়ামানের যে মুজাহিদ বাহিনি তোমাদের কাছে আসবে, তাদের সাথে আসবে উয়াইস ইবনু আমের। সে (ইয়ামানের) ‘মুরাদ’ গোত্রের ‘কার্ন’ গোত্রের লোক। তার শ্বেত রোগ ছিল। (দোয়ার বরকতে) তা থেকে সে সুস্থতা লাভ করেছে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকি রয়ে গেছে (যেন তা দেখে অতীত অসুস্থতার কথা মনে পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারে)। তার মা আছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারি ও হক আদায়কারী। যদি সে আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে কসম করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার কসম পূর্ণ করবেন। তোমরা যদি তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাতে পার, তাহলে করিয়ে নিয়ো।” –সহীহ মুসলিম ৬৬৫৬

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অসংখ্য মানুষ তার থেকে

দোয়া নিয়েছেন।

হিন্দুস্তান দীর্ঘদিন শীয়াদের দ্বারা শাসিত হওয়ার কারণে এবং হিন্দুস্তানে সুফিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করার কারণে আজ আমরা উয়াইস কারানিকে একজন বুযুর্গ হিসেবেই কেবল জানি। তিনিও যে একজন মুজাহিদ ছিলেন এবং জিহাদ করতে করতে যে তিনি শহীদ হয়েছেন এ কথাটি যেন ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু বাস্তবতা এমনই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিয়ি বলে গেছেন, তিনি যদি জিহাদের মতো শ্রেষ্ঠ আমলটি না করেন তাহলে করবে কে? এ আমলটি তো তার জন্যই মানায়। আর যে হাদিসে তাকে শ্রেষ্ঠ তাবিয়ি বলা হয়েছে, সেখানে এ কথাটিও আছে যে, তিনি ইয়ামানের মুজাহিদ বাহিনির সাথে আগমন করবেন। আর বাস্তবতাও এমনই হয়েছে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় ইয়ামানের মুজাহিদ বাহিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আগমন করলে তিনি খোঁজ নেন যে, তাদের মাঝে উয়াইস নামের

কেও আছে কি'না। খোঁজ নিয়ে দেখেন, তিনি তাদের মাঝে আছেন। এরপর তিনি তার কাছে মাগফিরাতের দোয়া চান। আরো অনেকে তার কাছ থেকে দোয়া নেন। পরে তিনি কূফায় চলে যান।

শাহাদাত

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে।

এক বর্ণনা মতে,

إنه غزا أذربيجان، فمات. اهـ

"তিনি আজারবাইযানে জিহাদে যান এবং সেখানেই মারা যান।" –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৫২২

অন্য বর্ণনা মতে,

ثم هام على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرا، ثم عاد في أيام علي -رضي الله عنه، فاستشهد معه بصفين، فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. اهـ

“লোকজন তাকে চিনে ফেলার পর তিনি কোথায় জানি উধাও হয়ে যান। দীর্ঘদিন যাবৎ তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আবার ফিরে আসেন। তার সাথে সিফফিনের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হন। দেখা গেল, তার শরীরে চল্লিশটিরও বেশি জখম ছিল।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৪/৫২৬

***